বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮০ সংখ্যা } বৈশাখ ১২৯৫—মে ১৮৮৮। { ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাত যাত্রা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাবু দুর্গামোহন দাস ও বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়ের সমভিব্যাহারে মৃজা-পুর ষ্টিমারে গত ৪ঠা বৈশাখ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্ত অনেকগুলি বন্ধু জাহাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সুবিধা হইলে শিবনাথ বাবু আমেরিকাও দর্শন করিয়া আসিবেন। আমরা আশা করি নিরাপদে তিনি এই দূর দেশ সকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এ দেশের রমণী-গণের উন্নতি পক্ষে সহায়তা করিতে পারিবেন।

দুর্ঘটনা ও দান—(১) গত ২৬এ চৈত্রের ঝড় ও অগ্নিবৃষ্টিতে ঢাকার বিষম ক্ষতি হইয়াছে—প্রায় ৬০।৭০ জন হত ও বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে, অনেকগুলি অট্টালিকা ও গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক নৌকা মারা গিয়াছে। (২) পাবনায় ২৯এ মার্চ্চের ঝড়ে ১৭ জন লোক হত ও এক হাজার লোক আহত হইয়াছে এবং অনেক গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। (৩) অগ্নিকাণ্ডে ভাগলপুরের নিকটস্থ কালীগাঁ নগর ভস্মসাৎ হইয়াছে। ঢাকার সাহায্যার্থ নবাব আসানুল্লা ১০ হাজার এবং বাবু রূপলাল ও রঘুনাথ দাস ৫ হাজার টাকা করিয়া ১০ হাজার টাকা দান করি-য়াছেন। আরও চাঁদা হইতেছে। বিপদ দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের একটী মঙ্গল

অস্তিত্বের দেখা যায়, মনুষ্যের স্বর্গীয় বৃত্তি বৃত্তির উদ্দীপন হইবে। বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ যাঁহার যেমন শক্তি, কিছু কিছু দান করা কর্তব্য।

জর্ম্মণ সম্রাট—সম্রাট ফ্রেডারিক পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। জগদীশ্বর রাজজামাতাকে রক্ষা করুন্।

লেডী ডফারিণ— ভারতের কল্যাণার্থ এখনও ইহাঁর যত্ন অক্লান্ত। আগরার স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী সূতিকা বিভাগ খুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক জাহাজ—পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে দুই হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয়। পাঠিকাগণ ভাবিয়া দেখুন এত লোককে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুদ্র পথে লইয়া যাইতে হইলে কত আয়োজন আবশ্যক। এক এক খানি বড় জাহাজ এক একটী ক্ষুদ্র সহরের মত।

বেথুন কলেজ—ছাত্রীগণ ইহা হইতে এম এ, বি এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা হইলেও এত দিন ইহা স্কুল নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি ইহা রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। গত ১৯শে এপ্রেল ইহার পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হয়, তাহাতে লেডী বেলী স্বহস্তে পুস্তক বিতরণ করেন এবং ছোট লাট একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

রাজগুরু—মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উর্দ্দ ও হিন্দী শিক্ষা দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক শিক্ষক বিলাত যাইতেছেন। ইহাঁর নাম প্রিন্স নবাব জয়যোমুদ্দৌলা। ইনি অযোধ্যার রাজবংশীয় এবং অযোধ্যার শেষ প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, ইনি মুরশিদাবাদের শেষ নবাব নাজিমের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশারদ। এত বড় কুলীন না হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর শিক্ষক হইতে পারিবেন কেন? যুবরাজেরও ইচ্ছা আছে, ইহাঁর নিকটে উর্দ্দু শিখিবেন।

মহারাণীর ইউরোপ ভ্রমণ—ভারতেশ্বরী এক্ষণে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট কর্ত্তৃক মহা সম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া জর্ম্মণিতে আসিয়াছেন এবং কন্যা, জামাতা ও নাতি পুতিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

খর্ব্বকায় জাতি—মধ্য আফ্রিকায় মনবু প্রদেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর সকল জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাহারা উচ্চে ৪ ফিট মাত্র।

স্ত্রী-পুরোহিত—স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্র হেয়। মুসলমানেরা ইহাদের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুরা ধর্ম্মোপদেশ দানের অধিকার

হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বঙ্গদেশের মেথডিষ্ট খৃষ্টানেরা স্ত্রী-পুরোহিত (ডিকন) নিয়োগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান ও দীক্ষা বিধানের অধিকার দিয়াছেন।

জুবিলী আবেদন— রবিবার প্রকাশ্য পানালয় সকল বন্ধ করিবার জন্য বিলাতের স্ত্রীলোকেরা মহারাণীর নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে ১০ লক্ষ ৩২ হাজার স্ত্রীলোকের সহি হইয়াছে। পত্র খানি ওজনে ১ মণ ১৬ সের।

সুগৃহিণী—গত ফাল্গুন মাস হইতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য হিন্দীভাষায় সুগৃহিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ইহার সম্পাদিকা এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। পত্রিকাখানি যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে ইহার বহু সমাদর বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকা খানির দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

নববর্ষ।

আবার ধরণী ধরি' নিজ বুকে
কোটী জীব জন্তু সাগর ভূধর,
পতি প্রদক্ষিণ করি মহাসুখে
গণিল বিগত একটী বৎসর। ১

আবার ধরণী নবীন উদ্যমে,
নাচি শশি তারাসহ মহোল্লাসে,
মধুর বসন্ত নব সমাগমে,
"নববর্ষারম্ভ" গাইল উচ্ছ্বাসে। ২

কালচক্র দেখ ঘুরে অবিরাম,
পলভর তরে নাহিক বিশ্রাম,
ঘুরে বর্ষ সহ-নিজ পরিবার
ঋতু মাস দিন রাত্রি তিথি বার। ৩

এই যে নূতন এই পুরাতন,
গেল যা না ফিরে আসিবে কখন,
'গতস্য শোচনা' করে বৃথা ক্ষয়,
কর না কর না অমূল্য সময়। ৪

জগৎ-ঈশ্বর চির-বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান সার কর মতিমান,
পলে পলে ক্ষয় হইছে জীবন,
কর্ত্তব্য সাধনে কর প্রাণপণ। ৫

ক্লান্ত নাহি হও জীবনের পথে,
উৎসাহ বিশ্বাস আশা লয়ে সাথে,
নিত্য নবোন্নতি করহ সাধন,
শান্তি সুখময় হইবে জীবন। ৬

রাখে গোঁসাই মারে কে,

মারে গোঁসাই রাখে কে ?

মানুষের জীবন মৃত্যুর কর্ত্তা কি মানুষ? শিশু যখন জননীর উদরে থাকে, তখন অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে জননী তাহাকে স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই তাহার অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ। জরায়ুস্থ শিশুকে কেহ দেখে না, কেহ আহার দেয় না, কাহারও সাহায্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায়—তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশলে সে জীবিত থাকে ও পরিপুষ্ট হয়। এই শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণ এক নিমেষেই অতি সামান্য ঘটনায় বিনষ্ট হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে নিরাপদে রক্ষা করেন, তিনি তাহাকে মারিলে কে রক্ষা করিতে পারে? গর্ভস্থ শিশুর জীবন মৃত্যুতে আমরা মানুষের হস্ত দেখি না, ঈশ্বরের হস্তই দেখিয়া থাকি। কিন্তু মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ, পরিপুষ্ট ও বলবীর্য্যশালী হইয়া যখন আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকে, তখন আপনাকে আপনার জীবনের কর্ত্তা বলিয়া সহসা অভিমানী হয়। কিন্তু এ অবস্থাতেও ঈশ্বরের হস্ত সর্ব্বেসর্ব্বা। কত সুস্থ সবল বালক ও যুবক হঠাৎ মরিতেছে, আবার কত চিররুগ্ন দুর্ব্বল বৃদ্ধ বহুকাল বাঁচিয়া যাইতেছে। কত যত্ন সন্তর্পণে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া মানুষ আপনাকে বাঁচাইতে পারিতেছে না, আবার আসন্ন মৃত্যুর হস্ত মনুষ্য অনায়াসে এড়াইতেছে। এ সকল বিষয় চিন্তা করিলে আমরা আশ্চর্য্য হই। অতএব মৃত্যু বিষয় ঠিক বিচার করা কঠিন। সত্য বলিতে হইলে আমরা এক কথাই বলিতে পারি "রাখে গোঁসাই মারে কে? মারে গোঁসাই রাখে কে?"

জীবনদাতা ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে জীবন দিয়া তাহার রক্ষার সহস্র উপায় বিধান করেন। মাতার নাড়ীর রস, স্তনের দুগ্ধ, পিতামাতা আত্মীয়গণের স্নেহ, পৃথিবীর জল বায়ু আলোক খাদ্য বস্তু সকলই তাঁহার ব্যবস্থা। যখন শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হয়, তখন সেই রোগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য শরীরের যন্ত্র সকল যেন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। ইহার মধ্যেও সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ব্যবস্থা উপলব্ধি হয়। চিকিৎসকের সাহায্য উপলক্ষ মাত্র। শরীরের প্রকৃতি সহায় না হইলে ঔষধ কার্য্যকর হয় না। জীবনে মরণে তাঁহারই হস্ত প্রধানতঃ কার্য্য করিয়া থাকে। একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গ জন্মে না মরে না তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন, বিশ্বাসীর এই বাক্য। আমাদের জন্ম, মৃত্যু স্থিতিতে আমরা যে ঈশ্বরের হস্ত দেখি না, সে কেবল আমাদের বিশ্বাসের অল্পতা হেতু। বিশ্বাস উজ্জ্বল হইলেই তাঁহাকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ঈশ্বর কি

কাহাকে অকালে মারেন? তিনি মৃত্যু দ্বারা আমাদের ধূলার শরীর ধূলায় পরিণত করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মাকে পরম যত্নে রক্ষা করেন। আমাদের শরীর তাঁর সেবার জন্য, ইহা জানিয়া বিশ্বাসী কাহাকেও ভয় না করিয়া তাঁহার জন্য শরীর উৎসর্গ করেন আর শরীরপাত হইলেও অনন্ত জীবনে জীবিত থাকিবেন জানিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করেন। জীবন মরণ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন জানিয়া তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আপনার জীবনের মহাব্রত পালনে নিযুক্ত থাকাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

কুমারী ডিনিসি।

অদ্য এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে সদাশয়া রমণীর নাম উল্লিখিত হইল, এরূপ রমণী পার্থিব জগতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁর ধর্ম্মানুরাগ, পরহিতৈষণা, বিনয়, সরলতা ও নির্ম্মল চরিত্র সকলই প্রসিদ্ধ। একাধারে এত গুণ প্রায়ই মিলে না। ইহাঁর নাম কুমারী ডিনিসি। ইনি কখনই বিবাহ করেন নাই বলিয়া লোকে ইহাঁকে 'মিশ্‌' বা 'কুমারী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

ডিনিসি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এসেক্স প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতীব দরিদ্র ছিলেন; মাতা কিছু কিছু লেখা পড়া জানিতেন, কিন্তু রূপসী বলিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি ছিল। দরিদ্রের ঘরে এমন আশ্চর্য্য রূপ সচরাচর দেখা যায় না। ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র, সমগ্র ভারতের সঙ্গে তুলনায় ইহাকে অতীব সামান্য স্থান বলিলে বলা যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্থানে পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে এমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সদ্‌গুণশালী এমন বহুতর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, মহাবিশাল রাজ্যেও প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। কুমারী ডিনিসি ইংলণ্ডের এক অপূর্ব্ব অলঙ্কার। ইহাঁর জীবন চরিত এখনও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং রাজকীয় বিজ্ঞপ্তিমালা হইতে স্থানে স্থানে চেষ্টা করিয়া উইলিয়ম ডেপার্ট নামে এক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রতি ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি; বিস্তৃতাকারে ডিনিসির জীবন চরিত প্রকাশিত হইলে সভ্য-জগৎ বোধ হয় অতুল আনন্দ লাভ করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ডিনিসির মাতা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন, কিন্তু

একটি মাত্র কন্যা প্রসব করিয়াই বিধবা হন। বিধবা হইবার পরে তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

কুমারী ভিনিগির সচ্চরিত্রতা, দৈহিক রূপ এবং বিশ্বজনীন উদার প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহার যৌবনকালে অনেকে তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। ভিনিগি সকলেরই প্রার্থনায় অস্বীকৃতা হন। তিনি দেশ হিতকর কার্য্যে আপনার জীবনকে এরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যে অন্য বিষয় চিন্তা করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। তাঁহার কার্য্য প্রণালী এইরূপ ছিল:—তিনি প্রতি শনিবার হরিজন বালিকা দিগের বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মনীতি, গণিত ও সাহিত্য শিক্ষা দিতেন, রবিবারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং মঙ্গলবারে কুলী মজুরদিগের বালকদিগকে শিল্প শিখাইতেন। বুধ, বৃহস্পতি এবং শনিবার এই তিন দিনে তিনি দুঃখিনী স্ত্রীলোক সমূহের কষ্ট মোচনে ব্যাপৃতা থাকিতেন এবং রাত্রে অসতী স্ত্রীলোকদিগকে সদুপদেশ দিতেন। সোমবার ব্যতীত সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার অবকাশ থাকিত না। তিনি যেমন পরিশ্রম করিতে পারিতেন, আহার করিতেও তেমনি পটু ছিলেন, ইহাতে প্রথমে লোকে তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিত। শেষে সকলেই তাঁহাকে "প্রকৃতির বালিকা" (nature's girl) বলিয়া সম্মান করিয়া গিয়াছেন, অনেকেই বলিত "ইনি স্বর্গের কন্যা, পার্থিব জগতের কোনও উপকরণে ইহার প্রকৃতি গঠিত হয় নাই।" ভিনিগি সুরা মাংস বা ধূমপানে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি বালক ও বালিকাগণের এত দূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, যখন পথে বাহির হইতেন, বালক বালিকারা আহার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি বালিকাদিগকে খৃষ্টমাস পর্ব্বে মিষ্টান্ন ও ছবি দিতেন এবং বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের শোভা দেখাইতেন। ভিনিগির পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল, নিজের সুখের জন্য কখনই কোনও প্রকার চেষ্টা করিতেন না। যাহা কিছু পাইতেন,-অপরের মঙ্গলের জন্য বিশেষতঃ দীন দুঃখীর জন্য অকাতরে অথচ গোপনে ব্যয় করিতেন। তিনি পীড়িতের ঔষধ, খঞ্জের যষ্টি, অন্ধের নয়ন এবং দরিদ্রের ধন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার চেষ্টায় কত পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে, কত অত্যাচারী শান্ত প্রকৃতি হইয়াছে কে বলিতে পারে? ফলতঃ এরূপ দেবদুর্লভ মানব জন্ম অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চরিত্র, স্বভাব, আচার, আলাপ, ব্যবহার শরীর মন কিম্বা কোনও বিষয়েই এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হয় নাই। আহা! এমন সৌভাগ্য কয়জন মানুষের হইয়া থাকে? এরূপ

আদর্শ নারী কি অনুকরণের যোগ্য নহে?

মৃত্যুর তিনবৎসর মাত্র পূর্ব্বে কুমারী তিনিপি একটি নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে এক প্রকাশ্য সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী, এতাদৃশ মর্ম্মস্পর্শী ও তেজস্বিনী হইয়া ছিল যে উহা তদানীন্তন রাজার কর্ণগোচর হয় এবং পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ ইহাতে অশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যার্থ রাজকোষ হইতে তিন সহস্র টাকা (তিনশত পৌণ্ড) মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু কুমারী সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে উহার আন্দোলন একবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনিপি, ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথম পশুজাতির প্রতি অত্যাচার নিবারণ বিষয়িণী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

জয়পুর ও জয়পুর রাজের সৌজন্য।

রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর যেরূপ প্রসিদ্ধ ও মনোহর স্থান, ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে শোভা, সমৃদ্ধি এবং বিলাসিতায় যেমন প্যারিস শ্রেষ্ঠ, সমুদয় ভারতবর্ষে জয়পুরও সৌন্দর্য্য, ধনবিপুলতা, ভোগ এবং বিলাসে তেমনি অদ্বিতীয়। পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বিদ্যাধর শর্ম্মা নামে একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাঙ্গালী মহাপুরুষের বুদ্ধি, বিদ্যা, কৌশল ও তীক্ষ্ণদর্শিতা গুণে জয়পুরের বর্ত্তমান কীর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়পুরের কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা ইহাঁর গৌরব রক্ষার জন্য উক্ত সহরের সর্ব্বপ্রধান ও প্রশস্ত বর্ত্মটিকে "বিদ্যাধরের সড়ক" বলিয়া নামকরণ করতঃ ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যে মহামাননীয় ও বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার শাসন কালে জয়পুর রাজ্য এতাদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী, বিদ্বজ্জনপূর্ণ ও অতুল শোভার আধার হইয়া উঠে, তাঁহার নাম মহারাজা রামসিংহ। এমন সুন্দর স্বভাবের রাজা অধুনাতনকালে ভারতে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাঁর স্বভাব যেমন নির্ম্মল, কলেবরও তেমনি সুন্দর এবং সবল ছিল। বীরত্ব, বিদ্যোৎসাহিতা, সঙ্গীতনিপুণতা প্রভৃতি গুণে ইনি সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাঁর শাসন সময়ে রাজ্যে যথেষ্ট শান্তি বিরাজিত ছিল এবং প্রজাদের কোনও প্রকারের কষ্ট ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এমন সর্ব্বগুণান্বিত মিত্ররাজ লাভ করি আর কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

সেই জন্যই টংরেজ সিংহ বলিতেন "জয়পুরের মিত্র এবং ভারতের অর্দ্ধাংশ একই সমান"।

মহারাজ রামসিংহের জীবন চরিত আলোচনা করিলে অনেক সুখকর বিভূতি সংগৃহীত হইতে পারে। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ লইয়া প্রস্তাব লিখিতে গেলে, বহুল প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। শুনিয়াছি, যায়ো-[illegible]রের প্রবৃদ্ধ প্রাজ্ঞেরা রামসিংহের জীবনী হস্তলিখিত পুঁথিতে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে নিতান্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে, যেহেতু সচ্চরিত্র আলোচনা করা অপেক্ষা সুখকর ও শুভকর বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, মহারাজা রামসিংহের জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার উদারতার আজি একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব।

একদা মহারাজা রাম সিংহ মৃগয়োপলক্ষে বহুতর সঙ্গী সমভিব্যাহারে কানন মধ্যে প্রবেশ করেন। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ কাননাভ্যন্তরে মৃগশিশু, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ইত্যাদির অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু হরিণ কিম্বা কোনও হিংস্র শ্বাপদের [illegible] দর্শন পাওয়া গেল না। অবশেষে মহারাজা একটী ক্ষুদ্রকায় হড়ি-[illegible] জাতীয় পশুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন. ক্ষিপ্রগামী পশু বায়ুবেগে এমন ছুটিতে লাগিল যে, রাজা রাম সিংহের অশ্ব বা শিকারী সারমেয় কিছুতেই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইল না। মহারাজা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এদিকে সমভিব্যাহারী পুরুষেরা রাজার এবং শিকারের অন্বেষণে ঘটনাক্রমে আর একটি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। মহারাজা বন হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন; সঙ্গে দ্বিতীয় লোক নাই; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক প্রায়; অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর; প্রখর মার্ত্তণ্ড কর নিকরে রাজপুতানায় মরুভূমি অগ্নি বর্ষণ করিতেছে; বালুকাময় ভূমি সমূহ যেন হুতাশন মাখিয়া ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় রাজা বাহাদুর ঘুরিতে ঘুরিতে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের তল দেশস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুটীরাভ্যন্তরে একটি অতি বৃদ্ধা ইতর জাতীয়া রমণী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বয়সে, শোকে ও দরিদ্রতায় বৃদ্ধা যেন শমনের করতলগত হইয়া বসিয়া আছে। মহারাজা অত্যন্ত কাতর ও ক্লান্ত হইয়া নিতান্ত বিনীত বদনে বুড়ীর নিকটে একটু শীতল জলের প্রার্থনা করিলেন। এই স্থানের অনতিদূরে একটী বৃহৎ পর্ব্বত ছিল, সেই পর্ব্বতের গাত্র হইতে দুইটি নির্ম্মলসলিলা ঝরণা নিরন্তর অবিশ্রান্ত ভাবে সলিল বর্ষণ করিত। মহারাজা তাহা জানিতেন না। বুড়ী প্রতিদিন প্রাতে ঐ ঝরণার জল আনিয়া

গৃহে রাখিয়া দিত। রাজা রাম সিং জল প্রার্থনা করায় বৃদ্ধা একটি মৃণ্ময় পাত্রে অতি সুন্দর শীতল জল আনিয়া জয়পুরাধিপতির সম্মুখে ধারণ করিল। বলা বাহুল্য বৃদ্ধা ইহাকে মহারাজা বলিয়া আদৌ জানিতে পারে নাই। রাম সিংহ সেই শীতল সলিল পান করিয়া পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করতঃ বিমল শান্তি লাভ করিলেন, এবং মনে মনে বৃদ্ধাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। অনেক ক্ষণ পরে নরপতি বুড়ীকে সম্মুখে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি প্রকারে ভরণপোষণ হয় এবং সংসারে তোমার নিজের আর কে কে আছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "সিপাহী জি! আমার আর কেহই নাই, কেবল একটি পুত্র আছে, কিন্তু সেই অকৃতজ্ঞ পুত্রও প্রায় ১২ বৎসর কাল হইল এই বৃদ্ধা দরিদ্রা মাতাকে ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে জানি না। শুনিতেছি, জয়পুরের রাজা রাম সিংহ বাহাদুরের অধীনে পাহাড়ী কেল্লায় আমার ছেলে কি কাজ করে। আমার অন্ন সংস্থানের উপায় নাই বলিলেই হয়; পথিকেরা এই স্থানে আসিয়া জল পান করে এবং কিছু কিছু আমাকে দেয়। কিন্তু জল পান করাইয়া আমি কাহারও নিকট হইতে কিছু লই না, যেহেতু পিপাসিত ব্যক্তিকে জল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু লওয়া আমি নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। বনের কাঠ, হরিণের চর্ম্ম, পাহাড়ের পাখী, ভেষজলতা ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আমি একটা উদরের দিবা সংস্থান করিতে পারিয়াছি। কিন্তু তথাচ বুড়া বয়সে এত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাকে অনেক যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ পুত্রের বিরহে আমি নিতান্তই কাতরা হইয়া পড়িয়াছি।" এই কথা বলিয়া বুড়ী অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিল। রাজা রাম সিং আপনার বহু মূল্য রুমালে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন। বুড়ী জানিত না যে, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে সেই ব্যক্তিই জয়পুরাধিপতি রাজশ্রী রাম সিংহ বাহাদুর! অতঃপর বৃদ্ধা পুনরায় বলিতে লাগিল "হাঁগা সিপাই জি! রাজা রাম সিং নাকি বড় দয়ালু? শুনিয়াছি, তাঁহার রাণীও নাকি অত্যন্ত গুণবতী?" বুড়ী মনে করিয়াছিল, পথিক বুঝি এক জন সিপাহী। রাজা বলিলেন "বুড়ী! আমি এক দিন রাজার সহিত তোমাকে দেখা করাইয়া দিব।" বুড়ী বলিল "হাঁগা সিপাই ম'শয়! তুমি কি পাগল হইয়াছ? রাজার সঙ্গে দেখা করা কি সহজ কথা গা? কত শত জন্ম তপস্যার ফলে রাজার দর্শন পাওয়া যায়, তা'কি তুমি জান? বিশেষতঃ মহারাজার দর্শন পাইতে হইলে যে নজরের জন্য সুবর্ণ মোহর দিতে হয়, তাহা আমি কোথায় পাইব? সিপাহীদের তরবারীতে আমি দ্বিখণ্ডিত হইব ভিন্ন রাজ দর্শন পাইব

না, ইহা নিশ্চয় কথা।” রাজা আর কিছু না বলিয়া বুড়ীর গৃহ মধ্যস্থ শুষ্ক তৃণ রাশির উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন এবং অপরাহ্ণে নিদ্রা ভঙ্গের পর অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জয়পুর অভিমুখে গমন করিলেন।

পর দিন প্রভাতে প্রথমেই বুড়ীর ছেলের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। রাজা সেই সৈনিককে তাহার অকৃতজ্ঞতার জন্য বিস্তর তিরস্কার করিয়া বুড়ীকে আনাইবার জন্য শিবিকা ও দ্বারবান পাঠাইলেন। বুড়ী আসিয়া পৌছিল। সিপাহীরা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে একেবারে অন্দরের ভিতর লইয়া গেল। বুড়ী কিছুতেই রাজার কাছে যাইতে চায় না, সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। যখন মহারাজা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বুড়ী বুঝিল, সেই পিপাসিত ও পরিশ্রান্ত পথিকই মহারাজা রাম সিং বাহাদুর!! বুড়ী ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু রাজা তাহাকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করিলেন ও “মাতা” বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভয় ঘুচিয়া গেল। রাম সিংহ বুড়ীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহার ছেলেকে সৈনিক বিভাগে এক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার আদেশ করিলেন। এইরূপে মাতা ও পুত্রের মিলনে উভয়েই সুখী হইল এবং এক সপ্তাহ কাল পরে বুড়ী আপনার কুটিরে ফিরিয়া গেল।

পাঠিকা! বল দেখি, আমাদের দেশের রাজা মহাশয়েরা যদি রাম সিংহের ন্যায় হয়েন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য কেমন সুপ্রসন্ন হয়; তাহা হইলে দেশের কত উন্নতি হয়। রাম সিংহের মত দয়া ধর্ম্মে আমাদের স্বাধীন, মিত্র ও করদ রাজারা যদি বিভূষিত হয়েন, তাহাহইলে ভারতীয় মহাজাতি আবার বল বিক্রমে, ধন ধান্যে, ধর্ম্ম উদারতায় পৃথিবীর অগ্রগণ্য হইয়া উঠিতে পারেন। কবি বলিয়াছেন—

দয়া ধর্ম্মে হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্ব জন।
সে ভাব থাকিত যদি,
পার হোয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?

পাঠিকাগণ! তোমরাও ঐ রাম সিংহের মূল্যবান দৃষ্টান্তটির অনুসরণ করিতে শিক্ষা কর। সকল সময়ে অর্থ দিয়াই যে উপকার করিতে হয় এমত নহে; শরীর, মন ও মিষ্ট কথা দিয়াও জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারা যায়।

লেডী ডফারীণ।

তব আগমনে　　লেডী ডফারীণ
দুর্দ্দিন ভারতে　　এল শুভদিন!
কে জানিত আজ　　অবলার প্রাণ
বাঁচাবার তরে　　স্বার্থ বলিদান—
দিবে গো জননী,—ভারত রমণী—
গাইবে সুযশ　　দিবস রজনী?
চিরস্মরণীয়　　হবে তব নাম
বিশাল ভারতে　　মুখে অবিরাম—
লইবে সকলে,　　ভুলিবেনা আর
ঘরে ঘরে পূজা　　করিবে তোমার—
স্মরণে সে ব্রত পালিবে তারা!
ভারত মহিলা　　অজ্ঞান আঁধারে
ডুবিয়া রয়েছে　　ছার দেশাচারে।
প্রসব যাতনা　　আসন্ন সে ক্লেশ
ঘুচাতে কে করে　　যতন বিশেষ?
অবিশ্রান্ত খাটি　　অবলার তরে
সাধিলা যে কার্য্য　　ব্যাকুল অন্তরে;—
লেডী ডফারিণ　　তোমার সে ঋণ
শুধিবার নয়　　স্মরি চিরদিন!
দুখিনী সন্তান　　আমরা সকলে
একান্ত হৃদয়ে　　চরণ কমলে,
কৃতজ্ঞতা-ফুল　　দিব উপহার;
কি আছে যে দিব? নাহি কিছু আর।
চির অভাগিনী দুখিনী বালা।

কিছুদিন পরে　　দেখিব না আর
পবিত্র মুরতি　　জননী তোমার।
ছাড়িয়ে ভারত　　যাবে নিজ দেশ
স্মরিয়ে সে কথা　　বাড়িতেছে ক্লেশ।
আমাদের লাগি　　করি প্রাণপণ
করিলা মহৎ　　উপায় সৃজন।
মৃতপ্রাণে পুন　　আশার সঞ্চার
হইল মোদের,　　আনন্দ অপার—
ধরে না হৃদয়ে　　বিতরি কি ধন
কাড়িয়া লইলা　　মহিলার মন?

ধন্য ধন্য গো মা তোমার নাম।

যাও নিজ দেশ　　ঈশ আশীর্ব্বাদে
থাকি সুস্থকায়　　শান্তি সুধাস্বাদে—
কাটাও জীবন,　　সহ পরিজন
দীর্ঘজীবী হয়ে।　　বড় আকিঞ্চন—
তব গুণ গাই　　শ্রবণ জুড়াই
শুনি সে বারতা　　রোগ শোক নাই।
দেখালে যে ভাব　　নিঃস্বার্থ উদার
এ জীবনে মোরা　　দেখিব কি আর?
রমণীর কুলে　　অমূল্য রতন
কে আছে জগতে　　তোমার মতন—
পরদুখে এত কাতর কেবা?

লণ্ডন দুর্গ।

পাঠিকাদিগের অনেকে লণ্ডন দুর্গের (London Tower) বিষয় পাঠ করিয়াছেন। ইহা একটী প্রসিদ্ধ সৌধ পৃথিবীর অতি অল্প গৃহই ইহার মত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়াছে। ইহাকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সটীক প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার ইতিবৃত্ত কৌতুক-

জনক ও ভয়াবহ ঘটনায় পরিপূর্ণ। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ ইহার প্রধান প্রধান বৃত্তান্ত গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল।

লণ্ডন টাউয়ার একটী প্রকাণ্ড গৃহ। ইহার পরিধি ১২ একার বা প্রায় ৩৬ বিঘা পরিমিত ভূমি। ইহা লণ্ডন নগরের পুর্ব্ব প্রান্তে টেম্‌সনদের উপকূলে অবস্থিত। দুর হইতে প্রথমে ইহার শিখর ও দুর্গ চুড়া সকল দৃষ্ট হয়। এই দুর্গেই শ্বেত সৌধ নামক উন্নত সম চতুষ্কোণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইহাই আদি লণ্ডন টাউয়ার—অন্যান্য অট্টালিকা সকল ইহার অনেক দিন পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজয়ী উইলিয়াম ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে বাস করিতেন। তদবধি বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা রাজপ্রাসাদ রূপে ব্যবহৃত হইত। সমস্ত বাটীটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইহার উচ্চতা ৯২ পাদ বা ৬১ হস্ত এবং নিরেট ভিত্তি ১৪ পাদ প্রশস্ত। ইহা ত্রিতল এবং নিম্নে খিলান করা। এই সকল নিম্নস্থ খিলান বা অন্ধকুঠারী কারারূপে ব্যবহৃত হইত। রচেষ্টরের বিশপ জন ফিসারকে এখানে অবরুদ্ধ করিয়া পরে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহারই উপরকার একটী ক্ষুদ্র কুঠারীতে সার ওয়াল্‌টার রেলে অবরুদ্ধ ছিলেন, এই খান হইতেই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ জগতের ইতিহাস পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তলে সেণ্ট জন্ ভজনালয় নামে একটী সুন্দর উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দ্বাদশটী স্তম্ভ খিলানে সংযুক্ত এবং উপরে গেলারি। ইহা নর্ম্ম্যাণ গৃহনির্ম্মাণ প্রণালীর আদর্শ। ইংলণ্ডের আদিম রাজগণ এই স্থানে উপাসনা করিতেন, কিন্তু বহুকাল হইতে এখানে আর উপাসনা কার্য্য সমাধা হয় না। ইহার পূর্ব্বতন সজ্জা সকল অপসারিত হইয়াছে। ত্রিতলস্থ সর্ব্ব বৃহৎ গৃহটীতে রাজসভা ছিল। এক্ষণে তাহা অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। অস্ত্রগুলি বিচিত্র কৌশলে পুষ্পাকারে সজ্জিত। ইহাও একটী প্রধান দর্শনীয়।

মধ্যদুর্গে বাইওয়ার্ড টাউয়ার, লোহিত টাউয়ার, সেণ্ট টমাস টাউয়ার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি দুর্গ আছে। সেণ্ট টমাস্ টাউয়ারে এক্ষণে একটী সুন্দর জপের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (Traitor's Gate) বিশ্বাসঘাতকের দ্বার একটী প্রকাণ্ড তোরণ, এই তোরণ দ্বার দিয়া বন্দীদিগকে টাউয়ারে প্রবেশ করিতে হইত এবং তথা হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে হইত। ফ্লিণ্ট টাউয়ারে ('Little Hell') "ক্ষুদ্রনরক" নামে অপ্রশস্ত কারাপ্রকোষ্ঠ সকল আছে। সে গুলি বাস্তবিকই নরকের মূর্ত্তি—দেখিতে ভয়ঙ্কর। ফ্লিণ্ট বয়ার এবং ব্রিক টাউয়ার প্রাকারের উত্তরভাগে প্রতিষ্ঠিত, অধুনা ইহাদিগের উপরিভাগ পতিত হইলেও নিম্নভাগে

অনেক দর্শনীয় ও পরীক্ষোপযোগী বস্তু সকল বিদ্যমান আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বোচ্যাম্প (Beauchamp) টাউয়ারই বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহাই প্রকৃত কারাগার, বন্দীরা ইহার প্রাচীর আলেখ্য, নাম ও শ্লোক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা পড়িতে পড়িতে অত্যাচারের ভীষণ মূর্ত্তি সকল হৃদয়ঙ্গম হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ওয়ার উইকের আর্ল টমাস্ ডি বোচ্যাম্প দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্ব কালে এখানে কারারুদ্ধ ছিলেন, তদবধি ইহার নাম বোচ্যাম্প টাউয়ার হইয়াছে। ইহা একটী সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ এবং ইহার মধ্যে অনেক কারাকুটির আছে। নিম্নতলে প্রবেশ করিতে বামভিতে কয়েকটা কথা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা Dated 1569 and 1570, "My hope is in Christ." Walter Pasleu অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৫৬৯ ও ১৫৭০—খৃষ্টই আমার আশা, ওয়াল্টার পাসলু। এই হতভাগ্য ব্যক্তি যে কে ছিলেন, অদ্যাপিও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এই আলেখ্যের নিকটেই রবার্ট ডডলির নাম। ইনি ডিউক অব নর্দ্দামবারলণ্ডের পুত্র এবং সার ওয়ালটার স্কট প্রণীত কেনিলওয়ার্থ গ্রন্থের নায়ক। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতাপরাধে সসেক্সের আর্ল কর্ত্তৃক মৃত্যু দণ্ডার্হ হইয়া দুই বৎসর এই স্থানে বন্দী ছিলেন, পরে রাজ্ঞী মেরী তাঁহাকে মুক্তি দেন। এলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে ইনিই লিষ্টারের আর্ল উপাধি প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। আর একটী স্থানে লিখিত আছে "ইহলোকে খৃষ্টের জন্য যত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, পরলোকে তাঁহার সহিত মিলনে তৎ পরিমাণে ঐশ্বর্য্য ভোগ। হে প্রভো! তুমিই আমাকে গৌরব ও ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত করিয়াছ। স্মৃতিতে তিনিই চিরজাগ্রবান। অর্ণডেল জুন ২২, ১৫৮৭। নরফোকের ডিউকের পুত্র ফিলিপ হাউয়ার্ড্ ইহার লেখক। ইনি জেস্থট সম্প্রদায়ের সহিত সংলিপ্ত বলিয়া কারারুদ্ধ হন। স্বাবলম্বিত ধর্ম্ম বিনিময়ে মুক্তিলাভে অস্বীকৃত হইয়া (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করেন।

(ক্রমশঃ)

দুইটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

সুবিশাল ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব দিকে সুপ্রসিদ্ধ যব দ্বীপ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন সুন্দর স্থান ধরাধামে নিতান্ত দুর্ল্লভ. কিন্তু এক স্থানে সকল সুখ বা সকল সৌন্দর্য্য থাকেনা বলিয়া বুঝি

জগদীশ্বর যবদ্বীপে এক ভয়ানক বস্তুর সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিষম ভয়ের বস্তুর নাম বিষতরু। পাঠিকারা শুনিয়া বিস্মিতা হইবেন যবদ্বীপের এই বিষবৃক্ষের আশ্চর্য্য প্রভাবে নয় দশ মাইল পথ মধ্যে আর কোনও বৃক্ষ বা লতা জন্মিতে পায় না, জলাশয়ে মৎস্য পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না এবং কোনও জীব নিকটে গেলে তন্মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এই বৃক্ষ হইতে নিরন্তর এক প্রকার গরল নির্গত হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে, ঐ বায়ু যে যে স্থান দিয়া যায়, সেই সেই স্থানে পীড়া উৎপন্ন হয়। সমীরণ পক্ষীদিগের গাত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বকালের রাজারা ঘোরতর অপরাধী ব্যক্তিদিগকে কৌশল ক্রমে এই বৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিতে পাঠাইতেন। তাহারা গাছের নিকটে আসিলেই ঐ সর্ব্বসংহারকারী বৃক্ষ অমনি উহাদের প্রাণ সদ্যো বিনাশ করিয়া ফেলিত। শুনা যায় ঐ বৃক্ষের চতুঃপার্শ্ব নরকঙ্কালে সমাচ্ছন্ন। এই বৃক্ষ অতীব প্রকাণ্ড অথচ দেখিতে মনোরম। ইহার উচ্চতা প্রায় অর্দ্ধশত হস্ত, তলভাগের পরিধি ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশ হাত। স্কন্ধ দেশ হইতে বহুল শাখা প্রশাখা নির্গত হয়। ত্বকের বর্ণ শুভ্র, ত্বক্ ভেদ করিলে এক প্রকার শুভ্ররস নির্গত হয়, উহা সর্প বিষ হইতেও ভয়ানক। একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক বহুবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনে ঐ বৃক্ষের নিকটে গমন করিতে এবং তথায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষ সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, উহার ভয়ানক প্রভাবে ৭ মিনিট মধ্যে বানর, ১৫ মিনিট কাল মধ্যে বিড়াল, ১ ঘণ্টার মধ্যে কুক্কুর এবং প্রায় সার্দ্ধৈক ঘণ্টা মধ্যে হস্তীর প্রাণ নাশ হয়। যবদ্বীপের প্রাচীন রাজারা সমর ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বাণের মুখে ঐ বিষ মাখাইয়া রাখিতেন, বৈরীর দেহে ঐ রস প্রবেশ করিয়া শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার জীবন রক্ষার আর কোনও আশাই থাকিত না। ইংরাজেরা বহু কষ্টে ঐ বৃক্ষের পত্র এবং ত্বক্ সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সাহায্যে উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, এই রসে কেবল যে জীবের প্রাণ বিনাশ হয় এমন নহে, ইহার দ্বারা বহুল উৎকট পীড়ারও দমন হইতে পারে। তাঁহারা বলিয়াছেন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে এই রস খাওয়াইলে সর্প বিষ তেজোহীন হয় এবং দেহস্থ শোণিত উভয় বিষের প্রকোপ হইতেই রক্ষা পায়।

পশ্চিম আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ দিকে বায়োবা নামে এক প্রকার বিশাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬৯ হস্ত। এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় পক্ষীজাতি উপবেশন করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। বায়োবা বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এতদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত হয় যে, বোধ হয় যেন একখানি বৃহৎ গ্রামকে বেষ্টন করিয়া আছে। ফুল গুলি পাতা অপেক্ষা বড়। এক একটী ফুল প্রায় তিন হাত। ফল অত্যন্ত ছোট হয়। এই গাছের ফলফুল পত্র ও রস আফ্রিকার লোকেরা ভক্ষণ করে এবং রসকে শুখাইয়া এক প্রকার উপাদের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। বায়োবা গাছ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। ইহা এমন শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু যে, অগ্নি ঝটিকা বন্যা বা কুঠারে ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু প্রকৃতির এরূপ সুন্দর নিয়ম যে, এই বৃক্ষের গুড়ির ভিতরে এমন এক প্রকার সংহারকারী বিষম রোগ জন্মে যে, তাহাতেই ইহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। একটি গাছ এক সহস্র বৎসরকাল জীবিত আছে বলিয়া জনৈক সাহেব একখানি সংবাদ পত্রে সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। সমারোহের সময় প্রায় দশ সহস্র লোক ইহার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া পান ভোজন, নৃত্য গীত, প্রভৃতি করে। যে গাছ গুলি মরিয়া যায় সে গুলিও সহসা বা সহজে ভূমিসাৎ হয় না। অনেক দিন পরে সে গুলি জমিতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত হয়। ইহার সুবৃহৎ কোটরে প্রায় কুড়িজন লোক রাত্রিযাপন করিতে পারে। বায়োবা বৃক্ষ কখন কখন বিক্রয় অথবা নিলাম হইয়া থাকে, এইরূপ নিলাম বা বিক্রয়ের সময় রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং অতি উচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রীত হয়। জ্ঞানময় ঈশ্বরের রাজ্যে কোন্ স্থানে কি আছে কে বলিতে পারে? ধন্য সেই সর্ব্ব-স্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি জগৎকে এত অত্যাশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সীতা।

"Woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or god-like, bond or free"

রমণীগণ গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা। এ কথাটী পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ যেমন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন, তেমনি তাঁহাদের গৃহধর্ম্ম পালনে রমণীদিগের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে এই মহাবাণীর সার্থকতা পরি-লক্ষিত হইত। তাঁহারা জানিতেন যে "স্ত্রীলোকের স্বার্থ পুরুষের স্বার্থ।" তাই তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মে, তপশ্চর্য্যায়, রাজ্য শাসনে এবং সংসারের বিবিধ কার্য্যে রমণীদিগকে সহযোগিনী করিয়া লই-

তেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে নারী হৃদয় যত জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইবে, ততই সেই সকল গুণ রাশি পুরুষদিগের হৃদয়েও সংক্রামিত হইতে থাকিবে। তাঁহারা বুঝিতেন যে রমণী হৃদয় এরূপ হওয়া আবশ্যক যে পুরুষ সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া রমণী হৃদয়ে মাথাটী লুকাইলে সংসারের পাপ তাপ ভুলিয়া নবোৎসাহ নব বল লাভ করিতে পারে; পুরুষ কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঘোর দুঃখ বিপদকে আলিঙ্গন করিলে রমণী তাঁহাকে প্রেম পবিত্রতার সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ করিবেন, অবসন্ন হইলে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ করিয়া হৃদয়ে নবোৎসাহ সঞ্চারিত করিবেন। এই সকল বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "রমণীগণ যেখানে পূজিত হয়েন, দেবতারা তথায় বিরাজ করেন।"

বহুদিন হইতে আমরা এ সুন্দর সত্যটী ভুলিয়া গিয়াছি। কালে কালে আমরা যেরূপ সর্ব্ববিধ মহত্তাব হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্যত্বশূন্য হইয়াছি, তদ্রূপ রমণীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ অমানুষিক ব্যবহার করিয়া থাকি। বলিতে গেলে সমাজ স্থিতি ও অধঃপতিত সমাজের পুনরুন্নতি নারী জাতির উন্নতি ও অবনতির উপরে যে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে তাহা যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; তাই আমরা নারী জাতির জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সাধারণতঃ লোকে রমণীদিগকে পুরুষের উপভোগ্য বস্তু সমূহের অন্যতম মনে করিয়া থাকে। তাহারা যে আত্মা ও বিবেকবিশিষ্ট জীব, এবং তাহাদের উন্নত ও অবনত অবস্থার সহিত সমস্ত পুরুষ সমাজের যে গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা যেন ভুলিয়া গিয়াছি! গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তদ্বিধ স্বেচ্ছাচারিতামূলক ব্যবহারই যেন রমণীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের চরম সীমা!! এতাদৃশ বিসদৃশ ভাব ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে বিরাজিত বলিয়া ভারতসমাজ আজ নারীজাতির অবনতির সহিত ঘোর অধঃপতনের কূপে নিমগ্ন হইতেছে।

কোন ব্যক্তির অঙ্গবিশেষ যদি পুষ্ট ও শ্রীযুক্ত হয় এবং অন্য অঙ্গ ক্ষত হইয়া পচিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ দশা ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ যে সমাজে নারী জাতির অবস্থা উন্নত নহে সেই সমাজে পুরুষদিগের যতই কেন উন্নতি হউক না—পুরুষগণ যতই কেন বিদ্যা ও ধনে ধনী হউক না—সেই সমাজ কখনই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না—বস্তুতঃ সে সমাজ কখনই দাঁড়াইতে পারে না। পুরুষ ও রমণী এই দুইটী উপকরণে সমাজ দেহ গঠিত। একটীর অবনতিতে অন্যের অবনতি। ভারতের এমন এক দিন

ছিল যখন ভারতবাসীকে এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে হইত না, ভারতবাসী ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। হায় সে দিন গিয়াছে—সে দিনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত রমণীর রমণীয় গুণ গ্রামও চলিয়া গিয়াছে।

ভারতের মৃত প্রাণে আবার যেন ধীরে ধীরে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। ভারতবাসী আবার যেন সাধনার বিস্মৃত মন্ত্রগুলি স্মরণ করিয়া লইতেছে! তাই আশা হইতেছে ভারতের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে! অধঃপতিত ভারতের অধঃপতিতা রমণীদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি বিধানেও ভারতবাসীর একটু যেন দৃষ্টি পড়িতেছে। তাই আশা হয় আবার ভারত বক্ষে খনা লীলাবতী সাবিত্রী সীতার আবির্ভাব হইবে, আবার ভারতের কন্যাগণ লক্ষ্মী অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখশ্রী পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। তাই আশা হয় ভারতের কন্যাগণ আবার ভগবতী রুদ্রাণীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের নির্জ্জীব পুত্রদিগকে নব নব শক্তিতে উৎসাহিত করিবেন— ভারতবাসীকে সংসার সংগ্রামে সহভাগিনী রূপে সহায়তা করিবেন! এ দিন কি আসিবে না? না ইহা আশামরীচিকা!

বঙ্গদেশেও রমণীদিগের জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যত্ন লওয়া হইতেছে। বঙ্গ রমণীগণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে এখন অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধা পাইতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও বড়ই প্রশস্ত। বঙ্গদেশ বঙ্গসমাজ তাঁহাদিগের দিকে আশা নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে! বঙ্গীয় ভগিনীগণ যাহাতে প্রকৃত ভাবে নারী ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রতিপালনে সমর্থ হয়েন, তন্নিমিত্ত নারী চরিত্রের সুমহৎ আদর্শ সীতার জীবনী উপস্থিত করিলাম।

ভারতের অতীত গৌরবের বিপদ মাখা স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নাই! শ্রেণীবদ্ধ ইতিবৃত্ত না থাকাতে সমস্তই বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে! রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই কাব্য গ্রন্থ ব্যতীত পুরাবৃত্ত জানিবার আর আমাদের বিশেষ উপায় নাই। উক্ত গ্রন্থ দুখানি কাব্য বলিয়া উহাও আবার কবি কল্পনায় পরিপূর্ণ। যা হউক উহা হইতেও আমরা সত্য সংগ্রহ করিতে পারি। মহা কবি বাল্মীকি রাম ও সীতার জীবনী লইয়া রামায়ণ রচনা করেন।

বাল্মীকি রামের সমসাময়িক ছিলেন। রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায় মহর্ষি, রামের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ বর্ণনে যত ব্যস্ত, সীতা প্রভৃতির আবাল্য জীবনী লিখিতে তত ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি একেবারে রামের বিবাহকালে সীতাকে উপস্থিত করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা তথাপি কিছু কিছু জানিতে পারি। সীতা মিথিলাধিপতি জনকের দুহিতা ছিলেন। মিথিলার

আধুনিক নাম ত্রিহুট। মহাত্মা জনক রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন; তিনি রাজপদ ধন জনে পরিবৃত থাকিয়াও তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও স্বাধ্যায় নিরত ছিলেন। তাই জনক রাজর্ষিদিগের অগ্রগণ্য। যিনি ধনজন রাজপদাদিসম্ভূত সুখে ডুবিবার সুবিধা পাইয়াও স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান নাই—এমন পিতা কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়া—সীতাও যে সৎশিক্ষা ও সাধুভাবের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—সীতাও যে সাধুতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা তাঁহার পরজীবনে যে সকল সদ্ভাব ও বিবিধ গুণের বিকাশ হইয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীত হয় যে তাঁহার বাল্যকালেই চরিত্রে দৃঢ়তা ও সাধুতা এবং ধর্ম্মের ভাব সংরোপিত হইয়াছিল। যাহাহউক ইহা ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানিতে পারি না। অযোধ্যাধিপতি দশরথ তনয় রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। রাম জনকের বিশাল ধনুর্ভঙ্গ করেন, তদন্তে জনক প্রচলিত ব্রাহ্ম বিধানানুসারে সীতাকে রামের করে সমর্পণ করেন। বিবাহ ক্রিয়াদি তৎকাল প্রচলিত নিয়মেই সাধিত হয়। কবি এতাবৎকাল সীতা চরিত্রের বিন্দুমাত্র আভাস দেন নাই। তবে বালকাণ্ডের শেষ ভাগে সপ্ত সপ্ততিতম সর্গে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোকে কতক আভাস দিয়াছেন॥—

"মনস্বী তদ্গতমনা তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি॥
গুণাদ্রূপগুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়ো বিবর্দ্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্ত্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে॥
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা॥
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী॥"

ইহার মর্ম্ম এই যে:—রাম জানকীগত প্রাণ ছিলেন, জানকীও তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিতেন। "দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি" অর্থাৎ পিতা তাঁহাকে ব্রাহ্ম বিধানের অনুরূপ করিয়াই বিবাহ দিয়াছেন এই কারণে এবং তাঁহার রমণীর গুণ গ্রামে মোহিত হইয়া রাম তাঁহাকে বিশেষ প্রীতি করিতেন। সীতাও রামকে দ্বিগুণ প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম জানকীর অভিপ্রায় এবং জানকীও রামের অভিপ্রায় বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে রাম ও জানকী উভয়েই তাঁহাদের বিবাহে পরম সুখী হইয়াছিলেন। কেনইবা না হইবেন? রামও যেরূপ অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং নয়নমনাভিরাম—সীতাও তদ্রূপ প্রেমশীলা ও পতিপ্রাণা। বস্তুতঃ তাঁহাদের বিবাহ যেন হরগৌরী মিলনের ন্যায় হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

(মহাভারতের গল্প)

শরণাগত-পালন।

এক ব্যাধ মৃগ ও পক্ষী মারিয়া সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিত। তাহার আকৃতি যেমন ভয়ানক, প্রকৃতিও, তেমনি ভয়ানক ছিল। এ সংসারে তাহার বন্ধু কেহই ছিল না। লোকে দূর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইত। প্রাণিহত্যাই তাহার জীবিকা এবং প্রাণিহত্যাই তাহার জীবনের একমাত্র আমোদ ছিল।

একদিন সে বনজন্তুগণের কৃতান্তস্বরূপে বনে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, সঘনে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, ক্রমে প্রবলবেগে ঝড় ও মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জল, স্থল, সম, বিষম, জলে একাকার হইল, পথ সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। পশু পক্ষীরা যে যথায় আশ্রয় পাইল, মৃতবৎ নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই নরহন্তা পথ নিরূপণ করিতে না পারিয়া এবং নিদারুণ শীতে ও অনাহারে বিকল হইয়া একটু আশ্রয় লাভের জন্ম নিতান্ত ব্যাকুল হইল। এমন সময় সম্মুখে দেখিল একটী কপোতী পতিত, শীতার্ত্ত ও যাতনায় অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে। মনুষ্য যতই কেন নিষ্ঠুর হউক না, নিজের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সেই দুরাত্মা নিজে তখন মুমূর্ষু দশায় পতিত হইয়াও সেই পক্ষিণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে ছাড়িল না, তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, সেই অরণ্য আরো ভীষণ ভাব ধারণ করিল। ব্যাধও আশ্রয় না পাইয়া জীবনে নিরাশ হইল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আবার আকাশ নির্ম্মল হইল, ক্রমে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক প্রফুল্ল হইল। ব্যাধ সম্মুখে দেখিল একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তখন সে ভাবিল, এস্থান হইতে আমার গৃহ বহুদূর, সমস্ত বন জলে এরূপ প্লাবিত হইয়াছে যে পথ নিরূপণ করা অসম্ভব, এদিকে শীতে ও ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, অতএব ঐ উচ্চ বৃক্ষমূলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করি। এই স্থির করিয়া ব্যাধ বহু কষ্টে সেই বৃক্ষমূলে গমন করিল, এবং সেই বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে বৃক্ষ! আমি প্রাণভয়ে অদ্যকার রাত্রির জন্য তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমায় প্রাণ রক্ষা করিও। এই কথা বলিয়া সে সেই পিঞ্জরবদ্ধ কপোতীকে পার্শ্বে রাখিয়া এবং এক প্রস্তরে মস্তক রাখিয়া সেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিল। সেই কপোতী, পতি

পুত্র ও পরিজনের সহিত সেই বৃক্ষেই বাস করিত। তাহার পতি, তখনও পর্য্যন্ত প্রিয়তমা কপোতীকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল (১);—

বাতবর্ষং মহচ্চাসীৎ ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া।
কিন্নু তৎ কারণং যেন সাদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥১॥
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্যাঃ প্রিয়ায়া মম কাননে।
তয়া বিরহিতং হীদং শূন্যমদ্য গৃহং মম ॥২॥
পুত্রপৌত্রবধূভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্ব্বতঃ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥৩॥
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহংতু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্ ॥৪॥
যদি সা রক্তনেত্রান্তা চিত্রাঙ্গী মধুরস্বরা।
অদ্য নায়াতি মে কান্তা ন কার্য্যং জীবিতেন মে ॥৫॥
ন ভুঙ্‌ক্তে ময্যভুক্তে যা নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা।
নাতিষ্ঠত্যুপতিষ্ঠেত সা শেতে শয়িতে ময়ি ॥৬॥
হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী ॥৭॥
পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা।
যস্য স্যাৎ তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি ॥৮॥
নাহি শ্রান্তং ক্ষুধার্ত্তং চ জানীতে মাং তপস্বিনী।
অনুরক্তা হিতা চৈব ভক্তা স্নিগ্ধা যশস্বিনী ॥৯॥
বৃক্ষমূলেঽপি দয়িতা যস্য তিষ্ঠতি তদ্‌গৃহম্।
প্রাসাদোঽপি তয়া হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥১০॥
ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।
বিদেশগমনে চাস্য সৈব বিশ্বাসকারিকা ॥১১॥
ভার্য্যা হি পরমো হ্যর্থঃ পুরুষস্যেহ পঠ্যতে।
অসহায়স্য লোকেঽস্মিন্ লোকযাত্রাসহায়িনী ॥১২॥
তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্রগতস্য চ।
নাস্তি ভার্য্যাসমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥১৩॥
নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে ॥১৪॥
যস্য ভার্য্যা গৃহে নাস্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথাঽরণ্যং তথা গৃহম্” ॥১৫॥

অনুবাদ ;—

১। ঘোর ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, প্রিয়া আমার এখনও আসিতেছেন না; কি জন্য তিনি এখনও ফিরিতেছেন না?

২। বনমধ্যে তাঁহার কোনও বিপদ ঘটিল না ত? তাঁহার বিহনে আমার এই গৃহ আজি শূন্য রহিয়াছে।

৩। চতুর্দ্দিকে পুত্র পৌত্র ও বধূ প্রভৃতি পরিজনে গৃহ পূর্ণ থাকিলেও, একমাত্র ভার্য্যার বিহনে গৃহস্থের সকলি শূন্যময় হয়।

৪। গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে; যে গৃহে গৃহিণী নাই, তাহা অরণ্যের সমান।

৫। সেই সুনয়না মধুরদর্শনা প্রিয়বাদিনী প্রিয়তমা যদি আজি না আইসেন, তবে আমার এ জীবন রাখিয়া কি ফল?

৬। আমি স্নান না করিলে সেই

(১) এস্থলে মূলের কতিপয় শ্লোক এবং নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, আপদ্ধর্ম্ম, ১৪৩—১৪৮ অধ্যায়, 'কপোতলুব্ধকসংবাদ' দেখ।

পতিব্রতা স্নান করিতেন না, আমি আহার না করিলে আহার করিতেন না, আমি না বসিলে বসিতেন না, এবং আমি শয়ন না করিলে শয়ন করিতেন না।

৭। আমার আনন্দেই তাঁহার আনন্দ এবং আমার দুঃখেই তাঁহার দুঃখ হইত; আমাকে না দেখিলে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইত, এবং আমি রুষ্ট হইলে, তিনি মিষ্ট কথায় আমাকে তুষ্ট করিতেন।

৮। পতিই তাঁহার ব্রত, পতিই তাঁহার গতি, এবং পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যেই তাঁহার অনুরাগ ছিল; ধন্য সেই পুরুষ, এ জগতে যে সেরূপ পত্নী লাভ করে!

৯। আমি পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, আমার সেই নিষ্পাপা সারল্যময়ী প্রিয়তমা ভিন্ন তাহা আর কেহই বুঝিতেন না; তাঁহার যেমন প্রেম, তেমনি ধৈর্য্য, তেমনি ভক্তি, তেমনি মাধুর্য্য, এবং তেমনি সুখ্যাতি ছিল।

১০। যে পুরুষ সেরূপ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃক্ষমূলেও গিয়া বাস করে, সেই বৃক্ষমূলই তাহার রাজ-অট্টালিকা, আর সেরূপ পত্নীর বিহনে রাজ-অট্টালিকাও তাহার পক্ষে ভীষণ মরুভূমি।

১১। কি ধর্ম্মে কি অর্থে, কি কামে, ভার্য্যাই পুরুষের একমাত্র সহায়, বিদেশে ভার্য্যা সঙ্গে না থাকিলে পুরুষ বিশ্বাসের পাত্র হয় না।

১২। ভার্য্যাই পুরুষের পরমার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এ জগতে অসহায় মনুষ্যের ভার্য্যাই একমাত্র সংসারযাত্রার সহায়।

১৩। মনুষ্য রোগে অভিভূত ও অহরহ নানা কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া থাকে, তাহার যাতনা শান্তির বিষয়ে ভার্য্যা ভিন্ন মহৌষধ আর নাই।

১৪। এজগতে ভার্য্যার ন্যায় বন্ধু পুরুষের আর কেহ নাই, ভার্য্যার ন্যায় আশ্রয় পুরুষের আর কিছুই নাই, এবং ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে সহায় পুরুষের আর কেহ নাই।

১৫। যাহার গৃহে পতিব্রতা ও প্রিয়বাদিনী পত্নী নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়, কেন না, তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য সমান।

বৃক্ষতলে পিঞ্জর বদ্ধা সেই কপোতী পতিকে এইরূপে পরিতাপ করিতে শুনিয়া মনে মনে কহিল, অহো! এ জগতে আমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কে আছে? আমার গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমার পতি যখন আমার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহার প্রতি পতি প্রীত নহেন, তিনি 'স্ত্রী' এই নামের কদাচ যোগ্য নহেন; যাঁহার উপর পতি পরিতুষ্ট, তাঁহার উপর সকল দেবতাই সদা পরিতুষ্ট থাকেন। যে নারী চরিত্রদোষে পতির বিরাগভাজন হন, তিনি পরম রূপবতী হইলেও, দাবানলে কুসু-

ন্বিতা লতার ন্যায় ভস্মীভূত হন। অনন্তর কপোতী প্রিয়তম পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে প্রাণেশ্বর! আমি একটি মঙ্গল কর্ম্মের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি; আপনাকে অবশ্যই তাহা রক্ষা করিতে হইবে। হে প্রিয়তম! এই শরণাগত ব্যক্তিকে প্রাণপণে রক্ষা করুন। দেখুন! এ ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়া আপনারই আবাস-বৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীতে ও ক্ষুধায় ইহার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে; আপনি যথাসাধ্য ইহার অতিথিসৎকার করুন। ব্রহ্মপরায়ণ সাধুকে হত্যা করিলে অথবা লোক-জননী পয়স্বিনী ধেনুকে হত্যা করিলে মনুষ্যের যে মহাপাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ না করিলেও সেইরূপ মহাপাপ হয়। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাই গৃহস্থের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম; যে গৃহস্থ প্রাণ দিয়াও সেই ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অতএব আপনি নিজ গৃহ, পরিজন ও দেহের মমতা ত্যাগ করিয়া প্রাণ দিয়াও এই শরণাগত অতিথির পরিচর্য্যা করুন, সর্ব্বপ্রযত্নে ইঁহাকে পরিতৃপ্ত করুন; আমার জন্য অণুমাত্রও সন্তাপ করিবেন না।

কপোত, পত্নীর মুখে সেই উপদেশ শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। অনন্তর কপোত সেই ব্যাধের যথাবিধি পূজা করিয়া এবং মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—মহাশয়! কৃপা করিয়া আদেশ করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। আপনি গৃহ হইতে দূরে আছেন বলিয়া অণুমাত্র চিন্তিত হইবেন না, আপনি এ আপনারই গৃহে আসিয়াছেন। আমি অকপট ভক্তিভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনার প্রীতিসাধনের জন্য কি করিব আদেশ করুন। পরম শত্রুও গৃহে আসিলে তাঁহার যথোচিত আতিথ্য করা উচিত, কাঠুরিয়া বৃক্ষতলে আসিয়া যখন বৃক্ষমূল ছেদন করিতে থাকে, বৃক্ষ তখনও তাহাকে ছায়া দানে বিরত হয় না। যে গৃহস্থ যথা বিধানে অতিথির সেবা না করে, তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই। অতিথিসেবাই গৃহীর সর্ব্বপ্রধান যজ্ঞ। তাহা শুনিয়া ব্যাধ কহিল,—আমি নিদারুণ শীতে মৃতকল্প হইয়াছি, অগ্রে অগ্নি জ্বালিয়া আমার শীত নিবারণ কর। কপোতও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক পত্র ও অগ্নি আহরণ করিয়া সেই শীতার্ত্ত অতিথির শীত নিবারণ করিল। ব্যাধ অগ্নির উত্তাপে যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কপোতকে কহিল,—আমি ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আমাকে আহার প্রদান কর। তাহা শুনিয়া কপোত বিষম বিপাকে পড়িল; গৃহে অতিথি উপবাসী, অথচ গৃহে আহারের সামগ্রী

কিছুই নাই। কি দিয়া ক্ষুধার্ত্ত অতিথির ক্ষুধা শান্তি করিবে এই চিন্তায় আকুল হইল। এমন সময় তাহার মনে পড়িল যে,—প্রিয়তমা বলিয়াছেন প্রাণ দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। তখন সে, পুলকে প্রফুল্ল হইয়া, পত্নীর সেই অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে পরমানন্দে ব্যাধকে কহিল,—মহাশয়! আপনি আমার গৃহে আজি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, আপনার ক্ষুধা শান্তি করিবার আর কোনও উপায় নাই, কেবল আমার এই ক্ষুদ্র দেহমাত্র আছে; আপনি তাহাই ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করুন। আমি যে অগ্নিতে আপনার শীত নিবারণ করিয়াছি, সেই অগ্নিতেই নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া আপনার আহারের সংস্থান করিতেছি। আমার দগ্ধ দেহ দ্বারা অতিথির তৃপ্তি লাভ হইলেই আমার এ দগ্ধ দেহের সদ্গতি হইবে। সে ইহা বলিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে ও প্রফুল্লবদনে সেই অনলে দগ্ধ হইল।

এ সংসারে কোনও না কোনও দিন এমন একটি ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেই দিন সেই ঘটনায় পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রের হৃদয়ও দলিত হয়। কপোতের সেই কার্য্য দেখিয়া আজন্ম-নিষ্ঠুর সেই দুরন্ত দস্যুরও চিত্ত বিচলিত হইল। তাহার হৃদয়ে ক্রমে ঘোর অনুতাপের তুষানল জ্বলিতে লাগিল। ধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা সে আজি নূতন শিক্ষা করিল। ব্যাধ পিঞ্জর হইতে কপোতীকে মুক্ত করিয়া দিয়া তদবধি ধর্ম্মের সাধনায় আত্মসমর্পণ করিল। কপোতীও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবামাত্র, পুত্র, কন্যা, গৃহ, পরিজন, কাহারও মায়া না করিয়া, যে অনলে তাহার পতি দগ্ধ হইয়াছিল, সেই অনলে নিজ দেহ ভস্মসাৎ করিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণ, দম্পতীর কর্ত্তব্য ও আতিথ্য বিষয়ে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন।

দুগ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গর্ভবতী রমণীর স্তনের দুগ্ধ সকল সময়ে এক পরিমাণে বা এক প্রকৃতিতে থাকে না। আবার কন্যা প্রসবিনী রমণীর স্তনের দুগ্ধ পুত্র প্রসবিত্রী নারীর স্তনের দুগ্ধ হইতে পৃথক্ হয়, চিকিৎসকেরা (মহাবিজ্ঞ ও ভূয়োদর্শী চিকিৎসকেরা) দুগ্ধের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা এবং সুক্ষ্মাহুসূক্ষ্ম পরীক্ষায় গর্ভবতী রমণীর প্রসব কালের দুই এক মাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গর্ভ হইতে পুত্র কি কন্যা প্রসূত হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন; দুই এক মাস

পূর্ব্ব হইতে দুগ্ধের তারতম্য হইতে আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনা যায়। পাঠিকা মহোদয়াগণের কৌতুকের জন্ত আমি এই ঘটনাটি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। নবদ্বীপের কোনও সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার সংস্কার অথবা এই প্রস্তাবের মূলীভূত বিষয়ের সত্য, পণ্ডিত মহাশয়ের গল্পের উপরে নির্ভর করে না; ঘটনাটির সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, অর্থাৎ যদি কেহ ইহাকে অলীক বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলেও মূল সত্যের পক্ষে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। কথাটি এই যে, কোনও সুপ্রসিদ্ধ নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পুরুষ বাস করিতেন। বাবুটির একটি পুত্রবধু এবং একটি সধবা কন্তা ছিল; একই সময়ে সধবা কন্তা এবং সধবা পুত্রবধু গর্ভবতী হইয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছিল। ঘটনা ক্রমে একই দিনে উভয়েরই প্রসববেদনা ঘটিল, এবং সন্ধ্যাকালে—ঠিক্ একই সময়ে—পুত্রবধূ একটি কন্তা এবং দুহিতাটি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। বৈদ্যবাবুর গৃহিণী অতীব কুচক্রী ছিলেন, তিনি কৌশল ক্রমে পুত্রবধূর কন্তাটিকে দুহিতার পার্শ্বে এবং দুহিতার পুত্রটিকে পুত্রবধূর পার্শ্বে রাখিয়া নীচবংশীয়া ধাত্রীদিগকে পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়াছে। ক্রমে সকল স্থানেই এই কথা রটিল এবং সকলেই তাহা বিশ্বাস করিল। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে উভয় গর্ভবতী রমণীই কাতরা হইয়া অবসন্না ছিলেন, ক্রমে তাঁহারাও ঐ কথা শ্রবণ করিলেন। বৈদ্য বাবুর দুহিতা কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, ঐ পুত্র তিনি নিজে প্রসব করিয়াছেন। এই সময়ে ইহার স্বামী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে ইহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। রমণীর পতি উত্তর পশ্চিমান্তর্গত কোনও নগরে চিকিৎসা করিতেন এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। পত্নী অতি গোপনে আপন পতিকে এ সকল ঘটনার কথা খুলিয়া বলিল, সুবুদ্ধি পতি এক সিবিল সার্জ্জন আনাইলেন। ডাক্তার সাহেব আসিয়া উভয় রমণীর দুগ্ধ পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখিলেন পুত্রবধূ কন্তা প্রসব করিয়াছে। অবশেষে রাজদ্বারে পাছে এই ঘটনার মীমাংসা জন্য কোনও অভিযোগ উপস্থিত হয়, এই হেতু বৈদ্য বাবু আপন দুহিতার কোলে ঐ পুত্রটিকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, দুগ্ধ দ্বারাও অপত্যের নিরাকরণ করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

হাসি।

এ বিশ্বসংসার হাসিময়। হাসি স্বধু মনুষ্যে প্রস্ফুটিত নহে, প্রকৃতির অন্ত রাজ্যে উহা বিস্তৃত রহিয়াছে। আমরা মনুষ্যের হাসির বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে কোন হাসি সামান্ত কারণে উচ্চে ঘোষিত হইয়া সারশূন্ত অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়। কোন হাসি নিঃশব্দে মুখে প্রকটিত হইয়া মুখেই মিলাইয়া যায়। কোন হাসি অন্তরে উঠিয়া অন্তরেই লয় প্রাপ্ত হয়—হয়ত চোখে মুখে একটু একটু প্রচ্ছন্ন হাসির ছায়া দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। আবার এক প্রকার হাসি আছে, যাহা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া অদমনীয় বেগ প্রভাবে নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া অপর সীমা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অশ্রুতে পরিণত হয়। এখন এই চারি প্রকারের হাসির প্রভেদ কি তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। যে হাসি নিঃশব্দে মুখে প্রকটিত হয়, তাহা উচ্চ হাসি অপেক্ষা গভীরতর। কিন্তু যে হাসি অন্তস্তল ভেদ করিয়া অদমনীয় বেগে উহার সীমা অতিক্রম করিয়া অশ্রুতে পরিণত হয়, তাহা গভীরতম। সামান্ত কোন কারণে অথবা বিদ্রূপাত্মক কোন ঘটনা দেখিলে আমরা উচ্চে হাসিয়া থাকি—মনে কোন হর্ষের উদয় হইলে আমাদের মুখে নীরব হাসি দেখা দেয়। মনে কোন বিশেষ সুখের বা হর্ষের বিকাশ হইলে আমাদের হাসি বাহিরে প্রকাশ পায় না। কোন বিশেষ বাঞ্ছনীয় বিষয়ে হতাশ হইয়া শেষে সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হইলে আমাদের হাসি অশ্রুতে পরিণত হয়।

মনুষ্যের মধ্যে সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের হাসির বিকাশ দেখা যায়। যে হাসি অনন্ত হাসির আধার হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত হাসির ভাব নাই। মনুষ্য-হাসি চিরস্থায়ী নহে—উহার কান্না আছে, কিন্তু বিশ্বের হাসিতে কান্নার সংস্রব নাই। ও হাসি দেখিয়ে আমাদের মনে হাসির উচ্ছ্বাস হয় বটে, কিন্তু আমাদের হাসি ও হাসির সহিত মিশিতে পারে না। আমাদের হাসি যেন ও হাসি দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আমাদের হাসিতে মলা আছে, বিশ্বের হাসি নির্ম্মল। বিশ্বের হাসি সমস্ত প্রকৃতি মাঝারে ঝরিয়া পড়িয়াছে। উষার স্নিগ্ধ অনির্ব্বচনীয় হাসি দেখিয়া কে তাহাতে নিজের অন্তরের হাসি মিশাইতে চেষ্টা করে নাই? পুষ্পের সরল পবিত্র অথচ ভাবপূর্ণ হাসি দেখিয়া কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়? কে তাহার দলে দলে চিন্তাশূন্য হাসির বিকাশ

দেখিয়া সাশ্চর্য্যনয়নে সর্ব্বান্তঃকরণে না হেরিয়াছে? কে নক্ষত্রাবলীর নীরব সুবিমল শুভ্র হাসিতে অনন্ত প্রেমের কথা না দেখিয়াছে? ও হাসি গভীর অথচ সরল—চিন্তাশূন্য অথচ ভাব পূর্ণ। আমাদের হাসি কান্না সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। সমস্ত বিশ্ব যে হাসিতে পূর্ণ, আমরা সে হাসি হাসিতে পারি কৈ? আমরা সংসারের হাসি কান্নায় মোহিত, সুতরাং ঐ স্বর্গীয় হাসিতে আমরা হাসি মিশাইতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের হাসির সহিত কান্না আছে—এ হাসি চিরস্থায়ী নহে—এ হাসি বিদ্যুতের মত খেলিয়া আবার গভীর মেঘে লুকাইয়া যায়—এ হাসি হাসিতে হাসিতে থামিয়া যায়—এ হাসি ধরিতে ধরিতে ফুরাইয়া যায়।

কিন্তু ঐ যে বিশ্বের হাসি দেখিয়াছ, ও হাসি আমাদের হিংসা দ্বেষ কপটতা-পূর্ণ সংসারের হাসি নহে—ও হাসির বিরাম নাই।—ও হাসি চিরকাল সম ভাবে রহিয়াছে এবং থাকিবে। ও হাসিতে আশা আছে নিরাশা নাই—সুখ আছে দুঃখ নাই—সারত্ব ও গভীরতা আছে, উহা অসার ও অগভীর নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের হাসি ও হাসিতে মিশিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, আমরা ও হাসি হাসিতে পারি না তাহা মনে করা নিতান্ত ভুল। আমাদের সংসারের হাসির মলিনতা ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে আমরা যদি হাসি বিস্তার করি—ঐ হাসিতে ভাল বাসা মিশাইয়া বিস্তার করি, তাহা হইলে আমাদের হাসি বিশ্বের হাসিতে মিশিয়া যাইবে। যে সকল মহাত্মা সংসারের কপটতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা, হাসি কান্নায় না ভুলিয়া বিশুদ্ধ মনে বিশ্বের হাসি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ হাসিতে হাসি মিশাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারাই জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমভাবে হাসিতে পারিবেন। ঐ স্বর্গীয় হাসি তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতে করিতে তাঁহাদের প্রাণবায়ু অনন্ত হাসিতে মিশিয়া যাইবে। অনেকে হাসিয়া থাকেন—হয়ত সারাদিন হো হো করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু ঐ স্বর্গীয় হাসি কয়জন লোকে হাসিয়া থাকেন এবং কয় জনই বা উহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন? যাঁহারা ঐ হাসিতে বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের ঐ হাসি গাঢ়তম হইয়াছে, তাঁহাদের হাসি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে। সংসারের হাসির অশ্রু ক্ষণস্থায়ী, এ অশ্রু চিরস্থায়ী—এ অশ্রু অনন্ত প্রেমাশ্রু। ইহা শোকের কিম্বা দুঃখের অশ্রুও নহে, এ অশ্রু অনন্ত প্রেমে হৃদয়ের গলদশ্রু। এ অশ্রুবিসর্জ্জনে সুখ আছে। তাই বলি সকলে ঐ হাসির অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করুন।

মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের "সম্" *ভগিনী।

খৃষ্টধর্ম্মের মুক্তি ফৌজ (Salvation army) সম্প্রদায়ের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইঁহাদের সৈন্যদল পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই আছেন। পরোপকার ও কর্ত্তব্যসাধন ইঁহাদের জীবনের মহাব্রত।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে লণ্ডননগরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক—এমন শত শত লোক আছে যাহাদের রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান নাই—ইহারা অনেক সময় বড় বড় উদ্যানে ও রাস্তায় পড়িয়া থাকে। লণ্ডননগরীর লোকের অত্যন্ত দুরবস্থা। সকল দেশেই পাপের ও অজ্ঞানতার স্রোত গরিব লোকের মধ্যেই বেশী প্রবাহিত—বিশেষতঃ লণ্ডনের দরিদ্রেরা অত্যন্ত মাতাল; ইহাদের অসাধ্য কোন দুষ্কর্ম্মই নাই। এই সকল লোককে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সুনীতির আলোকে আনিতে খুব সাহস, নৈতিক বল, ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। মুক্তি-ফৌজ-সম্প্রদায় ইহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দানে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলেন? প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলে ইহারা শুনিবে না—হলে বক্তৃতা শুনিতে কখন আসিবে না—যদিই বা আসে তাহা হইলে মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের হলে অত লোকের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। এসব উপায়ে ইহাদিগকে সুনীতির পথে আনা অসম্ভব। শেষে এই উপায়টী ঠিক্ হইল—এই সকল দরিদ্র ও অজ্ঞান লোকদের বাসের পল্লীতে, ঠিক্ ইহাদের মত হইয়া থাকিয়া ইহাদের সহিত মিলিয়া ধীরে ধীরে ইহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এই কার্য্যে খুব মানসিক বল ও সহিষ্ণুতা চাই। কে এই সকল ভয়ানক মাতাল ও দুরাচারীদের সহিত বাস করিবে! প্রথমে কেবল মাত্র দুইটী ভগিনী এইকার্য্য সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওয়াল ওয়ার্থে কার্য্য আরম্ভ হইল। এই দুইজন সাধুশীলা ভগিনী মলিন গৃহে, মলিন বেশে মাতাল ও দুষ্ট লোকের পল্লীতে বাস করিয়া, ইহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, পীড়ার সময় জননীরূপে শয্যার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিয়া, বিপদের সময় উপদেশ দিয়া ও অর্থ সাহায্য করিয়া, উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সকল বিতরণ করিয়া দিন রাত অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া এই সকল দরিদ্র দুরাচার লোকের বন্ধু হইলেন। ইহাদের মনে ধর্ম্মের ভাব উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন। এইক্ষণ এই কার্য্য অনেক বিস্তারিত হইয়াছে—এখন লণ্ডনে এই ভগিনীদের থাকিবার ১৬টী আবাস

* সম্ অর্থাৎ নিঃস্ব, অজ্ঞান দুরাচারী লোক।

আছে—ইহাতে ৪৩ জন ভগিনী থাকেন। এই সকল আবাস দরিদ্র পল্লীতে ও দরিদ্রদিগের মত। ইহাঁরা বেতন ভোগী নহেন—কেবল গরিব লোকদের মত থাকিতে যে কিছু ব্যয় হয়, তাহাই লন। এক বৎসরে ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়াছেন; ৩০।৪০ জন পতিতা রমণীকে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিয়াছেন ও ইহাদের ভরণ পোষণের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। ৯৬, ৯৮৮ খানি দরিদ্র-গৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন ও সেখানে বন্ধুভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ৩২, ৫৬৯ বার দরিদ্র লোকের বাড়ীতে যাইয়া পরিবারবর্গের সহিত উপাসনা করিয়াছেন। ইহাঁদের চেষ্টায় ১৭০০ লোক নিজ নিজ পাপ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাঁরা প্রায় ২০ ২১ জন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়াছেন। এই সকল মহৎ কার্য্য রাস্তায় রাস্তায় বাদ্য বাজাইয়া বা বক্তৃতার দ্বারা সাধিত হয় নাই—ধীরে ধীরে খুব সহিষ্ণুতার সহিত দরিদ্র দুরাত্মাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাধিত হইয়াছে। এরকম না করিয়া শুধু বক্তৃতা করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মের পথে আনা যায় না। আমাদের দেশেও দরিদ্রদের অবস্থা খুব শোচনীয়। জাহাজের খালাসী প্রভৃতির অবস্থা দেখিলে বড়ই কষ্ট হয়, ইহারা যাহা কিছু পায় সমস্তই মদ খাইয়া খরচ করিয়া ফেলে—ইহাদের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই? আছে বই কি—কিন্তু বক্তৃতার আড়ম্বরে কিছু হইবার আশা নাই—ইহাদের সহিত মিশিয়া ইহাদের দুঃখের ও কষ্টের সময় সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদা চরণ কাস্তাগিরি মহাশয়ের বাটীতে কতকগুলি দেশী খালাসীকে আহ্বান করিয়া চা, কমলালেবু প্রভৃতির দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল ও ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা বড়ই প্রীত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের সানুনয়ে নিবেদন তাঁহারা যেন এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করেন। এই সকল লোককে ধর্ম্ম পথে আনিতে পারিলে একটী মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে।

সে দিন বোম্বাই সহরে এই মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের একজন কাপ্তেন তত্রত্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রুলিবেভী সাহেবের নিকট বলেন যে তাঁহার নিকট মদ খাইয়া মাতলামি অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি স্বয়ং কোন দণ্ড না দিয়া মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায়ের নিকট অর্পণ করেন—এই সম্প্রদায়ই এই সকল মাতালকে মদ্যপান হইতে বিরত

করিয়া ধর্ম্মের পথে আনিবেন। বোম্বাই সহরে মুক্তি ফৌজ সম্প্রদায় অনেক মাতালকে ভাল করিয়াছেন। মুক্তি-ফৌজ সম্প্রদায়ের দ্বারা যে অশেষ হিতকর কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের সদৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় ৩টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন স্কুল হইতে উত্তীর্ণা বালিকার নাম সরলা ঘোষাল। বিধুমুখী বসু ও ভি এম মিত্র ডাক্তারী প্রথম এল এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২। ব্রহ্মের টেভয় প্রদেশে ডাকাইতের ঘোর উৎপাত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টকে ডাকাইতদিগের বিরুদ্ধে আবার রণসজ্জা করিতে হইয়াছে। টেভয়ে থিবর শাশুড়ী প্রভৃতি আছেন, শ্যামদেশ হইতেও না কি ডাকাইতের আমদানি হইতেছে।

৩। দিল্লী বেরিলী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ভয়ানক ঝড় হইয়াছে।

৪। বোম্বাইয়ের মতলিবাই নামক একজন পারসী রমণী তথাকার গবর্ণরকে জিজিভাই হাঁসপাতালের নিকট খানিকটা জায়গা এবং দেড় লক্ষ টাকা একটী মেয়ে হাসপাতাল নির্ম্মাণার্থ প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর হুকুম দিয়াছেন যে এই হাসপাতালের নাম মতলিবাই হাসপাতাল হইবে।

৫। কলিকাতায় লেডী ডফরিণের মেয়ে চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী য়িহুদি ইলায়স গব্বয় সাহেব দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। ২৭শে এপ্রেল সন্ধ্যাকালে গোন্দল পাড়া, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঐ ঝড়ে ভদ্রেশ্বরে বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে এবং অনেক পাকা ইমারত ভূতলশায়ী হইয়াছে। কয়েকটী লোকও মারা গিয়াছে।

৭। ষনরব রুষ ছাওয়াই হইতে অক্সস নদের তীর দিয়া আফগান সীমায় আসিতেছে।

৮। মুক্তিফৌজের স্থাপয়িতা জেনারল বুথ সাহেবের কন্যা মিস্ ইমা বুথের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর টকার সাহেবের সহিত সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরকন্যা উভয়েই মুক্তিফৌজের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

৯। বামাবোধিনীর জুবিলী ফণ্ডে কোন কোন গ্রাহক গ্রাহিকা কিছু কিছু দান করিতেছেন, আগামী সংখ্যায়

তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। একটী ভগিনী এ সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের যে ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি— "বামাবোধিনীর জন্মোৎসবের বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম। আমি যে এ শুভ কার্য্যে অর্থ দ্বারা মনের প্রীতি প্রকাশ করিব, এ সামর্থ আমার অতি অল্প। আমার ক্ষুদ্র মনের প্রীতি উপহার স্বরূপ ৩৲ টাকা পাঠাইলাম, ইহা বামাবোধিনী জুবিলীতে ব্যয় করিবেন।" আমাদিগের এই ভগিনী এক জন সুবিখ্যাত লেখিকা, ইনি সময় সময় প্রবন্ধ লিখিয়া বামাবোধিনীকে উপকৃত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে রোগে ও সাংসারিক কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারেন না বলিয়া এইরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেনঃ— "যে বামাবোধিনীর শিক্ষায় আমি মনুষ্যত্বের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে বামাবোধিনী আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছে, আমি কি না সেই বামাবোধিনীকে না অর্থ দ্বারা না নিজের একটু পরিশ্রম সাধ্য লেখার দ্বারা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারি। যাহার নিকট প্রবন্ধ লেখা শিক্ষা করিয়া অনেক স্থলে অনেক যশ উপার্জ্জন করিলাম, সেই প্রথম শিক্ষয়িত্রী বামাবোধিনীকে আমি বৎসরে ২।৪ খানি প্রবন্ধ উপহার দিতে পারিতেছি না একি সামান্য ঘৃণা ও অকৃতজ্ঞতার কথা!" বামাবোধিনী তাঁহার ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক পুরস্কার আর কি লাভ করিতে পারেন? আমাদিগের ভগিনী নিরাপদ ও সচ্ছন্দচিত্ত হইয়া বামাবোধিনীর কার্য্যের সহকারিতা করুন, ইহাই আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সাধন—বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্তা কুসুম কুমারী রায় এই উপদেশ দেন। ইহা যেমন সারগর্ভ, সেইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ। আমাদিগের রমণীগণ এরূপ সুন্দর উপদেশ দানে সমর্থ ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। ইহা পাঠ করিয়া আশা হয় ভারত পূর্ব্বকালের ন্যায় ব্রহ্মবাদিনীদিগের উদয়ে পুনরায় পুণ্যভূমি বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

২। কাননে কামিনী কাব্য—শ্রী অঘোর নাথ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। লেখক একজন অন্ধকবি, ইতিপূর্ব্বে

আরও কয়েক খানি কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন। ভারতের দুঃখ বর্ণনা বর্ত্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভের যোগ্য।

বামারচনা।

ভাইবোন।

আয়রে শৈশব আয় আয় আরবার
　　আরবার ভাই বোনে
　　একত্রে সরল মনে
কথোপকথন করি জুড়াই অন্তর।
তোমার অভাবে হায় প্রিয় ভাইবোন
　　হাসেনা সুন্দর হাস
　　ভাষেনা মধুর ভাষ
সংসারে পশিয়া তারা হয়েছে কেমন!

২

উজ্জ্বল নয়ন তুলে সরল দৃষ্টিতে
　　চাহেনা আকাশ পানে,
　　গণেনা নক্ষত্র গণে,
কি জানি কেমন ভাব না পারি বুঝিতে,
জলধির বারি সব তুলিয়া আনিয়া—
　　সযতনে, নিরবধি
　　ভাসাইবে আশা-নদী
রেণু ব রেণুকা সব লইবে গণিয়া,

৩

মনের প্রিয় বাসনা ভুলিয়াছে হায়!
　　এক, দুই তিন বলে
　　গণিবে নক্ষত্র দলে
কেন আজ জলাঞ্জলি দিল সে আশায়?
সংসার জ্বালায় বুঝি তাহাদের মন
　　হইয়াছে জ্বালাতন,
　　দিয়ে শান্তি বিসর্জ্জন
ভেবে ভেবে শুখায়েছে শশাঙ্ক বদন।

৪

দেখ দেখ ভাইবোন হৃদয় খুঁজিয়া,
　　সংসার আতপে যদি
　　শুষ্ক তব আশা নদী
আছে কি না তবু প্রেম পদ্মটী ফুটিয়া,
শুখাইছে আশা-নদী? যাক্ শুখাইয়া,
　　দারিদ্র্য-কণ্টক তায়
　　বিঁধেছে? বিঁধুক গায়,
দিউক কৃতান্ত ক্ষতে নুন ছড়াইয়া,

৫

ধন জন মান আর জীবন যৌবন
　　নহে কিছু চিরদিন
　　তবে কেন হও দীন?
প্রস্ফুটিত প্রেম পদ্মে করহ যতন,
কেন ভাইবোন ব্যস্ত কিসের লাগিয়া?
　　কেন সে বাল্যের মত
　　হাসিছনা অবিরত
কেন মন তুষিছনা সে গান গাহিয়া?

৬

যে গানে মাতিয়াছিল নিমাই সন্ন্যাসী
নিজও মাতিয়াছিল
জগতেরে মাতাইল
ভাইবোনে সেই গান গাও হাসি হাসি,
কেন কেন একদিন সুখের শৈশবে
গাহিতে পারিয়াছিলে, আজ কেন না
পারিলে ?
মিশাইয়া হৃদে হৃদে গাও গাও সবে।

৭

বাল্যের সরল প্রাণ দেখাও জগতে,
হয়ে হরষিত মন,
গাও সবে "ভাইবোন,"
বাল্যের মতন পুনঃ ভাস প্রীতি স্রোতে,
বাজুক স্নেহের বীণা বেহাগ বাহারে।
মিলে সব ভাইবোন
গাও গাও "ভাইবোন"
উঠুক সে তান নভো ভেদি সমস্বরে,

৮

বহুক স্বর্গীয় বায়ু মৃদুল হিল্লোলে
মরতে নন্দন বন
দেখুন দেবতাগণ,
গাও ভাইবোন সব "ভাইবোন" বোলে।
পরম পিতার যত স্নেহের সন্তান
পরস্পর একমনে
প্রীতিকর সযতনে
ভাইবোন মিলে রাখ তাঁহার সম্মান।

শ্রীকুমুদিনী—
যশোহর।

প্রেরিতপত্র হইতে উদ্ধৃত।

গত ৫ই মে বেলা অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মিউনিসিপাল সাহায্য প্রাপ্ত ইটালী-বালিকা বিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট জজ মাননীয় এচ বিবারেজ স্কোয়ার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা—শ্রীমতী কলকুহন গ্রাণ্ট বিশেষ কোন কার্য্য-বশতঃ আসিতে পারেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে মিসেস গে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। কণ্ট্রোলার জেনারেল মিষ্টর গে, মিষ্টর ও মিসেস ওব্রাইন, মিসেস মরে ও তাঁহার কন্যা এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ সভায় আগমন করিয়া সাধারণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ নিম্ন প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণা একটী বালিকাকে একটী রৌপ্য মেডাল পুরস্কার দিলেন। মিষ্টার ওব্রাইন বিদ্যালয়ের উন্নতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আগামী বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যে পরীক্ষায় যাহারা প্রথম হইবে, তাহাদিগকে এক একটী পুরস্কার প্রদান করিবেন স্বীকার করিলেন। বাঙ্গালার শুভানুধ্যায়ী, উদারচেতা, মহানুভব বিবরিজ সাহেব সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষকদ্বয়কে ১০৲ ও ৫৲ টাকা পুরস্কার দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮১ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫—জুন ১৮৮৮। ৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৮টী বাঙ্গালী। বেথুন কলেজ হইতে কুমারী হেমপ্রভা বসু ও প্রিয়ম্বদা বাগ্‌চী এবং লোরেটো হাউস হইতে সরলতা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দিরা ঠাকুর প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। অপর ২টি মহিলা ডাক্তারী এম্ বি পরীক্ষা দিয়াছেন। কুমারী এমিলিয়া কন্নর পঞ্জাবে মেডিকাল পরীক্ষায় পুরুষ পরীক্ষার্থীদিগকে হারাইয়া দিয়া সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। চারিদিকে এপ্রকার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দর্শনে আমরা পরমানন্দিত হইতেছি। আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা না হইলে দেশের স্থায়ী উন্নতি বা মঙ্গলের আশা নাই।

মহারাণীর জন্মোৎসব—গত ২৪এ মে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬৯ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

রাজকুমারী খ্রীষ্টিয়ানা—আমাদের মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা ২৫ বৎসরের অধিক হইল উইণ্ডসর নগরে বাসস্থাপন করিয়া তথাকার দরিদ্রদিগের কল্যাণসাধনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে স্থান বর্ষায় জলমগ্ন হয় এবং মৌমাছির চাকের মত যে স্থানে বহুলোক বাস করে, তাহার মধ্যে যাইয়া এই রাজকুমারী প্রতিদিন বস্ত্র খাদ্য ও

ঔষধ দান করেন এবং রোগীদিগের শুশ্রূষা করেন। বিলাতের একটি সচিত্র সাপ্তাহিক কাগজে একটি দরিদ্র লোকের কুটীরে, রোগ শয্যাশায়িনী এক রমণীর পার্শ্বে রাজকুমারী খ্রীষ্টিয়ানা বসিয়া কি প্রকারে পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। সেই প্রতিকৃতিটি মনে করিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। গত মাসে উইণ্ডসরের লোক সমবেত হইয়া রাজকুমারীকে তাঁহার ২৫ বৎসরের এ প্রকার নিঃস্বার্থ কার্য্যের জন্ম উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। কবে আমাদের দেশে, শিক্ষিতা মহিলারা প্রকাশ্যভাবে দরিদ্রের আবাস স্থান ও চিকিৎসালয়াদিতে যাইয়া দরিদ্র লোকেদের সেবা করিতে পারিবেন? ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

সিকিম ও ব্রেহ্মা যুদ্ধ—বঙ্গদেশের ছোট লাট অল্প দিন হইল দারজিলিং গমন উপলক্ষে শিলিগুড়ি হইতে সিকিম সৈন্যাবাস নেটঙ্গে গিয়াছিলেন। ঠিক সে সময় তিব্বতীয়েরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া রণে বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। আরও কয়েক মাস ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা নেটঙ্গে অবস্থান করিবে। বর্ষারম্ভে ব্রহ্মবাসীরাও আবার সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইতেছে, কবে যে এদেশে শান্তি স্থাপন হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। সুসংবাদের মধ্যে এই যে সমুদ্রকূলস্থ রেঙ্গুণ বন্দর হইতে উচ্চ ব্রহ্মদেশের রাজধানী মণ্ডলের সঙ্গে রেল যোগ হইয়াছে। এদিকে আসাম ব্রহ্মপুত্র হইতে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবার জন্ম স্থান পরিদর্শিত হইয়াছে।

ম্যাথিউ আর্ণোল্ড—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি, গ্রন্থকার এবং বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধায়ক মহাত্মা আর্ণোল্ড ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ইউরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার অবস্থা বিষয়ের সমালোচনা করেন এবং সাধারণ শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধন করেন।

ভারতবর্ষের দ্বীপ পুঞ্জ—ভারত গবর্ণমেণ্টের "ইনভেষ্টিগেটর" নামক জাহাজ পুরবন্দর, লাক্কাদ্বীপ ও আণ্ডামান দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ ভেনি সমুদ্রের নানা স্থানে জলের গভীরতা—উত্তাপ মৃত্তিকার অবস্থা—প্রাণীদিগের বিবরণ ও উপরি লিখিত কয়েক দ্বীপের অধিবাসীদিগের ইতিহাস সুন্দররূপে লিখিয়াছেন। আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিতদিগের বিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। এস্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের দক্ষিণে যে মহাসমুদ্র আছে, তাহা আবিষ্কারের জন্ম

অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডবাসীরা সমবেত জাহাজাদি প্রেরণ করিবেন। দক্ষিণ সমুদ্র বরফাবৃত বলিয়া নাবিকেরা নব-জিলণ্ডের দক্ষিণে আর যাইতে পারেন নাই।

পুরুষ প্রাধান্য—পুরুষ প্রাধান্যের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া বিদুষী এম্ লারেণ একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন "বর্ত্তমান সময় স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে যেরূপ অনুকূল, এরূপ আর কখনও হয় নাই। পুরুষেরা শত শত বর্ষ অনুকূল অবস্থার সাহায্যে যতদূর উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন, অল্পকাল মধ্যেই নারীজাতি তাহা সাধ্যায়ত্ত করিবার আশা করেন। আর এক শতাব্দী যাইতে দাও, দেখিবে সকল বিষয়ে নারীজাতি পুরুষদিগের সমকক্ষ হইবেন। যদি ১৯৮৭ খৃঃ অব্দে, শিল্প ও সাহিত্যে, বিজ্ঞানও দর্শনে, সঙ্গীত ও অর্থনীতিতে নারীজাতি পুরুষদিগের সমান না হন, তাহা হইলে পুরুষ প্রকৃতির প্রাধান্য ও নারী প্রকৃতির অপ্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে।"

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক বৃত্তান্তে প্রকটিত হইয়াছে, যে বিগত দশ বর্ষের মধ্যে তত্রত্য ছাত্র ও ছাত্রীরা ঠিক্ সমতুল্যরূপে শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়াছে—উভয়েই একবিধ পরীক্ষায় সফল লাভ করিয়াছে—উভয়েই উচ্চ উচ্চ উপাধি সকল গ্রহণ করিয়াছে—মানসিক পরিশ্রমে উভয়েই তুল্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছে—বাস্তবিক কোন পক্ষ কোন অংশেই অপরের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। ইংলণ্ডেও স্ত্রীশিক্ষার ফল ইহার অনুরূপ।

অন্ধ বিদ্যালয়—লেখা পড়া, সূচী কার্য্য ও সঙ্গীত বিষয়েই অন্ধদিগের শিক্ষা ও অনুরাগ। আমেরিকায় একটী অন্ধবিদ্যালয়ে আইডাফীন নাম্নী একটী অন্ধ বালিকা কলে লেখায় পারদর্শী হইয়াছেন। কলে এরূপ লেখা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগকেও আয়াসাতিশয্যে অভ্যাস করিতে হয়।

স্ত্রী উকিল—ওয়াসিংটন নগরে মেরী এ, এস, কেরী নামে একজন প্রসিদ্ধ স্ত্রী-উকীল আছেন, ইনি নিগ্রো বংশ-সম্ভূত, তর্ক শাস্ত্রে বিশারদ ও রাজনীতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি কানাডায় "Provincial Freeman" নামে একখানি সুরানিবারণী সুন্দর পত্রিকা সম্পাদন করিতেন।

বিবি ফসেট—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতহিতৈষী মৃত মহাত্মা ফসেটের পত্নী। নারী জাতির উন্নতি সাধন ইঁহার জীবনের ব্রত। স্বামী যখন ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ছিলেন, ইঁহারই সৎপরামর্শে অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ বেতনে পোষ্ট আপিসের কাজে নিযুক্ত হন। ইনি সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা করিবেন।

আমেরিকার অপেক্ষা ভারতে আসিলে অধিক কাজ হইত।

প্রকাণ্ড কামান—পিটর্সবর্গে একটী প্রকাণ্ড কামান নির্ম্মিত হইতেছে। ৭০ জন কারিগর এতদর্থে নিযুক্ত হইয়াছে। ইউনাইটেট ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ইহার পরিমাণ সাড়ে পাঁচ টন অর্থাৎ প্রায় ১৫০ মণ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ পাদ। ইহার অভ্যন্তর দেশের ব্যাস ২০২ বুরুল। ইহা ৭২ বুরুল পুরু। ইহার নিক্ষেপণ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ পাদ। লাহোরে ঝমঝমা নামক একটী প্রকাণ্ড কামান আছে, তাহা কখনও ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত—নিউইয়র্ক হইতে লিভারপোল সচরাচর ২৫৮ ঘণ্টার ন্যূনে যাওয়া যায় না, "কনারডার অষ্ট্রিয়া" জাহাজ গত বৎসর ১৮৭ ঘণ্টায় গমন করিয়াছে। বোম্বাই হইতে লণ্ডন যাইতে প্রায় ১৭ দিন লাগে, একটী কোম্পানি ১০।১১ দিনের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। লণ্ডন হইতে কলিকাতা (সমুদ্র পথ) ৮৯২৪ মাইল এবং বোম্বাই ৬৭৮৩ মাইল।

বিদ্যুৎ দ্বারা প্রাণ দণ্ড—আমেরিকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্যুৎ দ্বারা প্রাণদণ্ড করিবার ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য নিউইয়র্ক ব্যবস্থাপক সমাজে প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সভ্য রাজ্যে প্রাণদণ্ডের যে কয়েক প্রকার উপায় ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা সভ্যতাবিরুদ্ধ। অষ্ট্রিয়া, হলাণ্ড, পোর্টুগ্যাল, রুসিয়া ও আমেরিকায় ফাঁসী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেভেরিয়া, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স হানোভার ও স্যাক্সনিতে শিরশ্ছেদার্থ গিলোটিন যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ব্রান্সউইকে কুঠার, চিন, ইতালি ও প্রুসিয়ায় খড়্গ, ইকুউওডর ও ওলডেন্‌বর্গে বন্দুক, স্পেনে গারোট নামক শ্বাসরোধ রজ্জু এবং সুইটজারলণ্ডের ১৫টী প্রদেশে খড়্গ ও ৪টী প্রদেশে গিলোটিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শতকরা ৯০ টা দণ্ড প্রায় প্রকাশ্যে সাধারণ সমীপে সম্পন্ন হয়; এই বিভৎস দৃশ্য ও কুরুচির পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে গোপনে কেবল রাজপুরুষের সমক্ষে বিদ্যুতের দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করা বিধেয়।

স্ত্রী শিল্প শিক্ষা—কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের ছুতারের কর্ম্ম শিক্ষার্থ একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শিল্প বিজ্ঞানমতে ছুতারের কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া শিক্ষক প্রস্তুত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা তৎসদৃশ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রী ব্যতীত অন্য লোকের তথায় ভর্ত্তী হইবার বিধি নাই। শিল্প বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এখানে যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্নির্ম্মাণার্থ প্রচলিত কোন যন্ত্রই ব্যবহার হয় না,

তথাপি তাহা বৈজ্ঞানিক শিল্প নিয়মে প্রস্তুত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই শিল্প বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা, ইহা-দ্বারা মন ও হস্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধি ও কৌশলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

লুই গৃহ—ওয়াসিংটন নগরে "লুই হোম" নামে একটি দরিদ্রাবাস আছে। উইলিয়ম উইলসন্ করকোরান তাঁহার পত্নী ও পুত্রীর স্মরণার্থে ইহা স্থাপন করেন। এখানে অনাথ সম্ভ্রান্ত মহিলারা প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের বয়স ৫০ বৎসর হয় নাই, তাঁহারা এখানে স্থান পান না। এক্ষণে প্রায় চল্লিশটী মহিলা অবস্থান করিতেছেন। গৃহ সকল সুন্দর ও সজ্জিত এবং মহিলারা বস্ত্র ব্যতীত সকল প্রকার আবশ্যক সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ৩.৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে ইহার ব্যয় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মহাভারতের গল্প।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদ।

ভার্য্যা-ধর্ম্ম।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত এদেশে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেননা, এদেশের লোকের সংস্কার এই যে, জগতে চারিটি বেদের পর মহাভারতের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ড আর হয় নাই। যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক মহাভারতের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে মহাভারত বাস্তবিকই জগতে এক অদ্ভুত কাণ্ড। এই প্রকাণ্ড কাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কি? এবং তাঁহার আকারই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানি না, কিন্তু মহাভারত পড়িয়া সেই মহাপুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করিলে, সম্মুখে একটি বিরাট মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস ঈশ্বর হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি হৃদয়ের ও প্রাণের সমান টান দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, আবার এক সূত্রে গাঁথিয়া দেখাইয়াছেন। এজন্য মহাভারত যেমন সর্ব্বপ্রকার সংসারী, তেমনি সর্ব্বপ্রকার সংসারত্যাগী, এই উভয়েরি সমান উপজীব্য। তিনি মহাভারতে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "দান-ধর্ম্ম" অর্থাৎ পরোপকার-ব্রত যেমন গৃহীর, তেমনি সন্ন্যাসীর সমান অবলম্বনীয়

যাঁহারা নিজ কর্ম্মফলের বাসনা না করিয়া সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবে দান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী, আর যাঁহারা নিজ কর্ম্মফল কামনা করিয়া কামভাবে দান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সংসারী।

ব্যাসদেব সেই বিশ্বজনীন দানধর্ম্মের প্রকরণে ভার্য্যা-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যের ভার্য্যাই দানরূপ কল্পতরুর মূল। তিনি মোক্ষধর্ম্মেও ভার্য্যার প্রশংসা করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন যে, ভার্য্যাই মনুষ্যের যেমন ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহায়, তেমনি আবার মোক্ষেরও সহায়। তিনি বলিয়াছেন—"ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ।" অর্থাৎ ভার্য্যা যেমন ত্রিবর্গের, তেমনি মোক্ষেরও মূল।

তাঁহার দানধর্ম্মের এক স্থলে মহেশ্বর দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে পরমেশ্বরি! তুমি আদ্যা শক্তি। এ ব্রহ্মাণ্ডে ভার্য্যামাত্রেই তোমার ছায়ামাত্র। অতএব আমি তোমারই মুখে ভার্য্যাধর্ম্ম শ্রবণ করিব।" তাহাতে পার্ব্বতী, প্রাণপতি পশুপতির নিকট এইরূপে ভার্য্যাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (ক)

"স্ত্রীধর্ম্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ।
সহধর্ম্মচরী ভর্ত্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ॥ ১॥
সুস্বভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা।
পুত্রবক্ত্রমিবাভীক্ষ্ণং ভর্ত্তুর্বদনমীক্ষতী॥ ২॥
যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুত্বা দম্পতিধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভং॥ ৩॥
যা ভবেদ্ধর্ম্মপরমা নারী ভর্ত্তৃসমব্রতা।
দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি॥ ৪॥
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যা ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥ ৫॥
পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রূরেণ চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥ ৬॥
দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্শিতং।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥ ৭॥
যা নারী প্রয়তা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥ ৮॥
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রীতা চ বিনীতা চ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥ ৯॥
বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বং চৈব নিত্যদা।
ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যেণ সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥ ১০
কল্যোত্থানরতির্নিত্যং গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসংমৃষ্টক্ষয়া চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা॥ ১১॥
অগ্নিকার্য্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিরূপ্য পতিনা সহ॥ ১২॥
শেষান্নমপি ভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্ম্মেণ যুজ্যতে॥ ১৩॥
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥ ১৪॥
ব্রাহ্মণান্ দুর্ব্বলানাথান্ দীনান্ধকৃপণাংস্তথা।
বিভর্ত্ত্যন্নেন যা নারী সা পতিব্রতভাগিনী॥ ১৫॥
ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্ত্বয়া।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী॥ ১৬॥
পতিপ্রসাদঃ স্বর্গো বা তুল্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং নহীচ্ছেয়ং ত্বয্যপ্রীতে মহেশ্বরং"॥ ১৭॥

১। বন্ধুগণ মিলিত হইয়া (শুভ-

(ক) এস্থলে গল্পের অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া, কয়েকটি মাত্র মূল শ্লোক ও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। এ শ্লোকগুলি পতি ও পত্নী মাত্রেরই নিজ নিজ হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা উচিত।

বিবাহে) নারীকে যে পত্নীধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, সেই পত্নীধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই যে,—"হে নারি! তুমি এই অনন্ত অগ্নি-সমক্ষে তোমার পতির সহধর্ম্মচারিণী হও।

২। যিনি সুস্বভাবা, প্রিয়বাদিনী, সুচরিত্রা ও মধুরমূর্ত্তি, এবং যিনি আপন শিশু সন্তানের মুখের ন্যায় অণুক্ষণ পতি-মুখ নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ভার্য্যা।

৩। উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মসাধন করাই দম্পতীর মঙ্গলময় কর্ত্তব্য; যিনি ইহা বুঝিয়া পাতিব্রত্যে ও পবিত্র আচারে অবিচলিত থাকেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা।

৪। ধর্ম্মই যাঁহার পরম পদার্থ ও পতিই যাঁহার পরম ব্রত, এবং যিনি পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন, তিনিই সাধ্বী ভার্য্যা।

৫। যিনি পতিকেই দেবতা জ্ঞান করিয়া, বিনীত ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করেন, যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল, আচার পবিত্র ও মূর্ত্তি মধুর; পতিই যাঁহার ধ্যান ও জ্ঞান, যাঁহার বদন সদাই প্রফুল্ল, তাঁহাকেই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা বলে।

৬। পতি নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করিলে বা ক্রোধ চক্ষে চাহিলেও, যাঁহার মনে অণুমাত্র বিকার হয় না, মুখে সেই সুপ্রসন্ন মধুর ভাব; তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা।

৭। পতি দরিদ্রদশায় পতিত হইলে, রোগগ্রস্থ হইলে, শোকার্ত্ত হইলে অথবা পরিশ্রান্ত হইলে, যিনি আপন শিশু সন্তানের ন্যায় পতির পরিচর্য্যা করেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যা।

৮। যিনি পরম শুদ্ধচারিণী, গৃহকর্ম্মে দক্ষা, এবং পুত্রবতী; যিনি পতিব্রতা ও যাঁহার পতিগত প্রাণ, তিনিই ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা।

৯। যিনি সদাই অবিকৃত চিত্তে পতির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত; যাঁহার হৃদয়ে সদাই পরম প্রীতি ও স্বভাবে নম্রতা বিরাজমান, তাঁহাকেই ধর্ম্মভাগিনী ভার্য্যা বলে।

১০। যিনি সমস্ত পোষ্যবর্গকে নিয়ত আহার দিয়া প্রতিপালন করেন, এবং যাঁহার পতির প্রতি যেরূপ অনুরাগ, সেরূপ অনুরাগ সংসারের কোন প্রকার সুখের বস্তুতেই নাই; তিনিই ধর্ম্ম-ভাগিনী ভার্য্যা।

১১। যিনি নিত্য অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি গৃহ সংস্কার করিয়া থাকেন, এবং যিনি ছড়া ঝাঁটি দিয়া, ধুইয়া মুছিয়া গৃহ অতি সুন্দররূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

১২। যিনি নিত্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত, যিনি নিত্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পুষ্প নৈবেদ্য প্রদান করেন; এবং যিনি পতির সহিত একপ্রাণ হইয়া অহরহ পরমদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, এবং অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যগণকে

পরিতুষ্ট করেন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলে।

১৩। যিনি অগ্রে সকলকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া, সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, যাঁহার পরিচর্য্যায় পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্ট ও পুষ্ট, তিনিই ভার্য্যা।

১৪। যে গুণবতী নারী নিত্য শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণত থাকিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন, এবং সদা পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তিনিই প্রকৃত তপস্বিনী ভার্য্যা।

১৫। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ সাধুগণকে, দুর্ব্বলগণকে, অনাথগণকে, দীনগণকে, অন্ধগণকে এবং কৃপণগণকে নিত্য অন্নদান করিয়া প্রতিপালন করেন; তিনিই পতিব্রতা ভার্য্যা।

১৬। যিনি উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা গুণে নিত্য নিত্য অতি কঠোর ব্রত সকলও অবলীলাক্রমে সম্পাদন করেন, যাঁহার চিত্ত পতিতেই আসক্ত, এবং যিনি পতির হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত; তাঁহাকেই পতিব্রতা ভার্য্যা বলে।

১৭। পতির প্রীতিলাভই নারীর পরম সৌভাগ্য, নারীর সে সৌভাগ্যের নিকট স্বর্গসুখও সমতুল্য নহে; হে মহেশ্বর! আপনি অপ্রীত হইলে আমি স্বর্গভোগও ইচ্ছা করি না।

মহিয়সী রাজমহিষী।

কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই অত্যুপাদেয়, সারগর্ভ এবং সুবিশাল গ্রন্থ যিনি পাঠ করেন নাই, মধ্য ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস তাঁহার সম্যক্ সংগ্রহ হয় নাই বলিতে হইবে। ফল কথা, ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি একখানিও নাই। যদি কেহ কখনও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র ভারতের একখানি সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেই তাঁহাকে টড বিরচিত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। অদ্য আমরা এই বিশাল গ্রন্থের ঐতিহাসিক উদ্যান হইতে একটি অপূর্ব্ব কুসুম তুলিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম।

যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধদিগের প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের তরঙ্গে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাদিগের সাম্যবাদের প্রচণ্ড আঘাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ভারতে আবির্ভূত হয়েন।

তাঁহারই নাম বিক্রমাদিত্য। ইনি অতি অল্প কাল মধ্যে আপনার অতুল বিক্রম ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় বৌদ্ধদিগকে সম্যক্‌রূপে পরাস্ত করিয়া ভারতে সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ক্রমে কবীন্দ্র কালিদাস প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ইহাঁরই সভায় নবরত্নরূপে বিরাজিত থাকিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য প্রমার বংশ-সম্ভূত। তাঁহার বহুকাল পরে (১৭৬৪ খৃঃ অব্দে) মেওয়ারের অন্তঃপাতী মহিষারি রাজ্যে একজন বিক্রমশালী বীরপুরুষ এই বংশে আবির্ভূত হন, ইনি মেওয়ারের রাণা অরি সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং রাণা কর্ত্তৃক সামন্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অল্পকাল মধ্যেই মহিষারি রাজ্যের অধিপতি পদে অভিষিক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ইনিই প্রমার বংশের শেষ রাজা। টড্ সাহেব বলেন এই প্রমার সামন্তের মৃত্যুর পরেই চণ্ডাবংশীয় লালজী রাবৎ মহিষারি এবং তদন্তর্গত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া রাজত্ব করেন।

কর্ণেল টড্ মহিষারি রাজ্যকে ইংরাজিতে ভাইন্স্রোর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা তাঁহার ভ্রম। আর প্রমার বংশীয় যে সামন্তের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবে লিখিত হইতেছে, তিনি আদৌ তাঁহার রাজমহিষীর নামোল্লেখ করেন নাই। মেওয়ারের নিকট মহিষারি নগরে যে প্রস্তর ফলক আছে, তিনি তাহাই পাঠ করিয়া বোধ হয় এই ঘটনা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। উক্ত প্রস্তরফলকে সামন্তের সমগ্র বিবরণটি খোদিত আছে এবং উহার পার্শ্বে এক সুন্দর মন্দিরে তাঁহার অপূর্ব্ব সতী মহিষীর স্মরণমণ্ডপ বিরাজ করিতেছে।

প্রমার বংশের শেষ রাজা একদিন আপনার রমণীয় প্রাসাদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া মহিষীকে বলিলেন "প্রিয়ে! আইস, আজি আমরা একবার কার্যপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছুকাল আমোদে অতিবাহিত করি, বিশেষতঃ সেদিনকার আরণ্য দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য যেরূপ অমিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহাতে কিছুকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কাল যাপন না করিলে শরীর শীঘ্র পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দ লাভ করিবে না।" রাণী সম্মতা হইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্তা হইলেন। উভয় পক্ষেই উৎসাহ, আমোদ ও প্রীতির সহিত খেলা চলিতে লাগিল, উভয়েই কিছুকালের জন্য মনে অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রণয়ব্যঞ্জক সুমধুর হাস্য ও রহস্যে মনোহর হর্ম্ম্য অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। কিন্তু সকল সময়ে মনুষ্যের মানসিক ভাব সমান থাকে না। এই জগৎ কখন প্রণয়ের মাধুর্য্যে সুখ শান্তি নিকেতন, কখন বা বৈরনির্য্যাতনের

আবেগে অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। ক্রমে রাজা ও রাজমহিষী এতদুভয়ের মধ্যে ক্রীড়ার জয় পরাজয় লইয়া বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। সেই বিতণ্ডা উত্তরোত্তর ক্রোধ, হিংসা, মনোমালিন্য ও অবশেষে ঘোরতর কটূক্তিতে পরিণত হইল। এই ক্রোধের প্রধান কারণ রাজা, তিনি সুবুদ্ধি মহিষী নিকটে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও মিথ্যা বচন দ্বারা আপনারই জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজার সম্মান বা মর্য্যাদায় হানি হয়, এমন কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক কথা রাণী এপর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই, কিন্তু যখন ভূপতি ক্রোধান্ধ হইয়া রাজমহিষীর পিতৃকুল, মাতৃকুল, প্রভৃতির উপর অযথা ও অকথনীয় কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! যদি অধীনীর কিছু অপরাধ হইয়া থাকে তজ্জন্য আমাকে শাসন করুন বা গালি দিউন, কিন্তু আমার পিতা মাতা আপনার নিকটে কোন অপরাধ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের অবমাননা করা অথবা তাঁহাদিগকে এ প্রকার ভদ্রজন বিগর্হিত গালি বর্ষণ করা আপনার ন্যায় প্রজারঞ্জক নরপতির পক্ষে শোভা পায় না।" রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তুমি অধমা স্ত্রীলোক, পুরুষের নিকটে স্ত্রীলোকের চিরকালই দাসীত্ব, সুতরাং তোমার কোনও কথা শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত নহি।" এই কথা শুনিয়া রাণী বিরস বদনে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতেও রাজার ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গুরুতর তাড়না বা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া, রাণী দূত দ্বারা তাঁহার পিতার নিকটে এই দুঃসম্বাদ পাঠাইলেন।

মহিষারি মহিষী বেগুই নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশের সামন্ত * কন্যা। বেগুই সামন্ত সমর-কুশলতা ও সাহসের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কালমেঘ নামক তাঁহার এক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, তিনি তৎকালে এতদূর বিক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহাকে শাসন করা তৎকালীন কোন রাজারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই কালমেঘের বংশধরগণ মেঘাবৎ নামে বিখ্যাত। দূত মুখে কন্যার দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বেগুই সামন্ত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে বহুসংখ্যক মেঘাবৎ সৈন্যসহ মহিষারী রাজ্যে উপনীত হইলেন। ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল; মহিষারী-মহিষী যুদ্ধ নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। যুদ্ধে মহিষারীশ্বর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বেগুই সামন্ত কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাঁহার রাজ্য চণ্ডাবৎবংশীয় লাগজী রাবৎ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রেই মহিষারীশ্বরের মৃত দেহ দাহ করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব চিতাকুণ্ড

* সামন্ত—ক্ষুদ্র রাণা বা সার্দ্দর।

প্রস্তত হইল। সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের সেনারা শিরস্ত্রাণ অবতরণ করিয়া অবনত শিরে ও রিক্তপদে (খালি পায়ে) কুণ্ডের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক বিরস বদনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং সেনাপতিরা মৃতের সম্মাননার জন্য বন্দুকের সঙ্গিন ঊর্দ্ধ করিয়া অধোমুখে উন্নত ভূমিখণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। কোথা হইতে অকস্মাৎ রাজমহিষী আলুলায়িত কেশে অপূর্ব্ব বেশে তৎস্থানে উপনীত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই জলন্ত চিতায় লম্ফ প্রদান করিয়া সহমৃতা হইলেন। দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার মত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তথায় এক প্রস্তর ফলকে এই বিবরণটি সংক্ষেপে খোদিত আছে এবং এই সতীর অপূর্ব্ব মণ্ডপ অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

ঘণ্টারামের কথকতা।

তৃতীয় গল্প।

কুচক্রী বামুন।

(১২৯২ সালের অগ্রহায়ণের পর)

স্মৃতিশীল পাঠক ও পাঠিকাদিগের সেই প্রবৃদ্ধ ঘণ্টারাম ঠাকুর এবং তাঁহার সুরসিক ভারবাহককে বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে। বহুদিন পরে তাঁহারা আবার বর্দ্ধমান হইতে বনবিষ্ণুপুরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রীষ্ম ঋতু, মধ্যাহ্নকালে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,তাহাতে আবার তরুশূন্য—সরোবরশূন্য—মরুভূমিবৎ প্রান্তর দিয়া উভয়কেই গমন করিতে হইতেছে। অনেক কষ্টে পথিমধ্যে একটি গ্রাম পাওয়া গেল, কিন্তু গ্রাম পাইলে হইবে কি, সেই গ্রামে লোক নাই, বিপণি নাই, অতিথি অভ্যাগতের স্থান নাই, যেন সমগ্র পল্লীটি বিষাদের কৃষ্ণাবরণে আবৃত হইয়া ভয় ও করুণ রস যুগপৎ উৎপাদন করিয়া দিতেছে। সেই গ্রামের সর্ব্বস্থান দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা জনশূন্য, সুন্দর কুসুমোদ্যান সমূহ কন্টকাকুল অরণ্যে সমাচ্ছন্ন এবং প্রকাণ্ড পথসমূহ যেন মনুষ্যের পদচিহ্ন বর্জ্জিত। বস্তুতঃ পল্লীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়? ইহা এক্ষণে শিবা ও সারমেয়গণের প্রীতির আস্পদ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বার দেশে দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড কূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ কূপে জল নাই, কেবল নরকঙ্কাল এবং তাহা-

রূই প্রাণ বিনাশক ভয়ানক পূতিগন্ধ। ঠাকুর এবং বালক উভয়েই নাকে মুখে কাপড় দিয়া চলিতে লাগিলেন।

মুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল "প্রভো! এই গ্রামের এরূপ অবস্থা কেন হইল, আপনাকে তাহার বিশেষ বিবরণ বলিতে হইবে।" ঘন্টারাম ঠাকুর, মুটিয়াকে তোশাস্কন্ধে লইয়া গিয়া এক প্রকাণ্ড অশ্বথ তরুর সুশীতল ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন "এই গ্রামের এতাদৃশ অবস্থার সমগ্র বিবরণ আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মন দিয়া তাহা শ্রবণ কর। ইহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে তুমি দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার মনে অনেক উদার ভাবের সমাবেশ হইবে। এই অপূর্ব্ব কথা তুমি বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিধান কর।" মুটে স্থির হইয়া ঠাকুরের মুখে গল্প শুনিতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার দরিদ্রা পত্নী বাস করিতেন। অতি অল্প দিন হইল উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বহুদোষ ছিল, তিনি অলস, অকর্ম্মণ্য, নির্ব্বোধ, মূর্খ এবং অস্থ্যাপরবশ ছিলেন। ব্রাহ্মণ কোনও কাজ কর্ম্ম করিত না এবং তাহার কাজ কর্ম্মের তেমন সুবিধাও ছিল না, সুতরাং সংসার চলা নিতান্তই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। একদিন ব্রাহ্মণী স্বামীকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন দেখ, আমাদের খাওয়া পরা আর কোনও মতেই চলিয়া উঠিতেছে না, বোধ হয় অতি শীঘ্রই উভয়কেই অনাহারে মরিতে হইবে। তুমি একবার দেশ বিদেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া দেখ, নতুবা নিরর্থক বসিয়া থাকিলে কেমনে অন্নসংস্থান হইতে পারে? পুরুষ মানুষের কি নিরর্থক ঘরে বসিয়া থাকা শোভা পায়? আমি অবলা স্ত্রীলোক, নতুবা কোথাও গিয়া পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতাম। আমি নিজে এখন পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগ্রহ করি, তাহাতে দুই জনের চলিবে কেন? বিশেষতঃ স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থে উদর পূরণ করিতে স্বামীর কি লজ্জা হওয়া উচিত নয়? তোমার যদি মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে এত দিন তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতে, অন্ততঃ আমি তোমার মতন পুরুষ হইলে নিশ্চয়ই গঙ্গায় ঝাঁপ দিতাম।" কথাগুলি বাণের মত ব্রাহ্মণের বুকে লাগিল, এবং সেই দিনই অর্থসংগ্রহের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল।

ক্রমে দুই চারি মাস গত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোথাও কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন ব্রাহ্মণীর সেই কথাটা (অর্থাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরার কথাটা) বামুণ ঠাকুরের স্মরণ হইল। ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই তাহাই করিল, গঙ্গায় যেমন ঝম্ফ দিয়াছে, অমনি কোথা হইতে দেবদূত আসিয়া ব্রাহ্ম-

পের কেশ গুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে জল হইতে তুলিল। দেবদূত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এক ছক্ পাশা গ্রহণ কর। এই পাশার গুণ এই যে, তুমি যাহা কিছু কামনা করিয়া এই পাশাকে হাত হইতে ভূমি-তলে ফেলিয়া দিবে, তাহাই পূর্ণ হইবে, কিন্তু এতদ্দ্বারা তোমার গ্রামের লোকেরও অবস্থার উন্নতি হইবে। তোমার কামনা বা লাভের দ্বিগুণ সংখ্যা তোমার গ্রামের লোকেরা পাইবে, অর্থাৎ তুমি যদি এক লক্ষ টাকা কামনা করিয়া পাশা ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি এক লক্ষ টাকা পাইবে এবং তোমার গ্রামের প্রত্যেক লোকে তোমার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা পাইবে।" ব্রাহ্মণকে ঐ পাশা দিয়া দেব-দূত অদৃশ্য হইলেন।

দরিদ্র বামুণঠাকুরের নানা দোষ! তিনি লোভী, হিংস্রক, পরশ্রীকাতর এবং পরিছদ্রান্বেষী ছিলেন। পরের উন্নতি তাঁহার দুই চক্ষের বিষ, তিনি চক্ষু খুলিয়া কখনও পরের ভাল অবস্থা দেখিতে পারিতেন না। এমন ঘোরতর দুষ্ট স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় নাই। এই পাশা পাইয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিল, আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, দেবতা প্রসন্ন হইলেন বটে কিন্তু মনে আমার শান্তি জন্মিল না। আমি এত কষ্ট করিয়া মরণ কালে দেবতার নিকট পুরস্কার স্বরূপ পাশা পাইলাম, কিন্তু আমার গ্রামের দগ্ধমুখেরা ঘরে বসিয়াই টাকা পাইতে থাকিবে। অহো কি দুর্দ্দৈব! আমি কেমনে সেই পোড়া মুখোদের ভাল অবস্থা দেখিতে পারিব? হায়! এতদপেক্ষা আমার মৃত্যুই ভাল ছিল, আমি কেন মরিলাম না, মরিলেত আর এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়া-নক! আমার অনুগ্রহেই আমার আত্মীয় প্রতিবেশী, বান্ধব ও গ্রামবাসীরা আমার অপেক্ষা অধিক উন্নত হইবে, ইহা আমি জীবিত থাকিয়া কেমনে দেখিব? হে দেব দূত! যদি প্রসন্নই হইলে তবে সেই দগ্ধমুখদিগের মরণের ব্যবস্থা কেন করিলে না! হায়! হায়! আমার কি হইল! এমন দুর্দ্দৈব জগতে কি আর কাহারও কখন হইয়াছিল?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সাশ্রুনয়নে বামুণঠাকুর আপনার ভার্য্যার নিকটে পৌছিল। ব্রাহ্মণী সকল কথাই শুনি-লেন, কিন্তু অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং প্রভূত সন্তোষ লাভ করতঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। ব্রাহ্মণ ইহাতে আরও চটিয়া উঠিল এবং সেই পাশা আদৌ ফেলিবে না বলিয়া মনস্থ করিল।

এইরূপ কিছু দিন যায়, তথাচ কুচক্রী বামুণঠাকুর পাশা ফেলে না। ক্রমে যখন অত্যন্তই কষ্ট হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন "তুমি না হয় একবার পাশা ফেলিয়া দেখ। আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি অপরেরও

উন্নতি হয়, তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? উন্নতি হওয়াই ত ভাল! তুমি তিন লক্ষ টাকা মনে করিয়া পাশা ফেল, অপরের যদি ৬ লক্ষ টাকা হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমাদের দুঃখ ঘুচিলেই আমরা সন্তুষ্ট হই।" ৬ লক্ষ টাকার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ লাফাইয়া উঠিল, ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বলিল আমাদের যদি তিন লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে ভোগ করিবে কে? উহাদের ছয় লক্ষ টাকা যদি হয় তাহা হইলে আমি কি প্রাণে বাঁচিব? যদি উহাদের একটি তাম্র মুদ্রাও না হয় এবং সর্ব্বস্ব উড়িয়া পুড়িয়া যায় আর আমার ঘরে তিন লক্ষ টাকা জমে, তাহা হইলে আমি পাশা ফেলিতে সম্মত আছি। ফলতঃ বামুণ কিছুতেই পাশা খেলিতে চাহে না। নিজেও ভাল হইতে চায় না, অপরকেও ভাল হইতে দেয় না। কুচক্রী লোকের এই স্বভাব, এই ধর্ম্ম। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে বামুণ আপনার স্ত্রীকে বলিল "প্রিয়ে! আমাদের প্রতিদিন সংসার খরচ কত হয় বলিতে পার?" বামুণী কহিলেন "নিত্য আট আনা পয়সা হইলে আমাদের উভয়ের জোর্ পুর্ খরচ চলিতে পারে।" ব্রাহ্মণ আট আনা মনে করিয়াই পাশা ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে এক টাকা করিয়া লাভ হইবে ভাবিয়া কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণীর কাতরতায় এবং সাংসারিক দীনতায় সত্য সত্যই চক্ষু কর্ণ বুজিয়া পাশা ফেলিতে বসিল। এবারে ৪ লক্ষ টাকা মনে করিয়াছিল; সত্য সত্যই সে চারি লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইল এবং প্রতিবাসী আত্মীয়, বান্ধব ও গ্রামবাসী সকলেরই ঘরে ঘরে ৮ লক্ষ টাকা জমিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা হঠাৎ টাকা পাইয়া মাটির ঘর ভাঙ্গিতে বসিল, সকলেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায় স্কুলের প্রতিষ্ঠা, ঘরে ঘরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ্য রাস্তা নির্ম্মাণ, সরোবর খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি কার্য্যে সকলেই গ্রামটিকে সমুন্নত করিয়া তুলিল। সকলেই সুখী হইলে সকলেরই দুঃখ ঘুচিল, কিন্তু সেই পোড়াকপালে বামুণের আর কিছুতেই দুঃখ ঘুচে না—সে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই, বসিয়া সুখ নাই, ঘুমাইয়া সুখ নাই, ভ্রমণে সুখ নাই,—নিয়তই যেন দুঃখের সাগরে ডুবিয়া আছে। গ্রামের মন্দিরে যখন শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখনই সেই অভাগা বামুণ হিংসায় বিরসবদন হয়। সে মনে মনে ভাবে, আমারই অনুগ্রহে এই লক্ষ্মীছাড়াদের আজ এত আনন্দ! হায়! আমি যদি বামণীর কথা না শুনি-

তাম, তাহা হইলে পাশা ফেলা হইত না এবং তাহা হইলে ইহাদেরও এত সুখ হইত না। অহোহো! আমি কি দুর্দ্দৈব সাগর মধ্যেই পড়িলাম! ইহাদিগকে সবংশে উচ্ছন্ন করিতে না পারিলে আমার আর নিস্তার নাই।

একদিন সায়াহ্নে বামুণ ঠাকুর অনেক চিন্তা করিয়া পাশা হাতে করিল এবং ভূতলে সেই পাশা ফেলিবার সময় মনে মনে বলিল "আমার এক চক্ষু কানা হউক।" পাশা ভূমে পড়িল এবং বামুণের এক চক্ষু কাণা হইয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গ্রামের সকলেরব দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল, যেহেতু পাশার নিয়ম এই যে বামুণের যাহা হইবে, গ্রামের লোকের তাহার দ্বিগুণ হইবে। গ্রামের সমগ্র লোক রাত্রে অন্ধ হইয়া পথ হাতড়াইতে লাগিল। এদিকে বামুণ আবার পাশা হাতে করিয়া বলিল "আমার ঘরের দ্বারে একটা গভীর কূপ হউক"। সত্যসত্যই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরের দ্বারে একটা বৃহদাকার অথচ সুগভীর কূপের উৎপত্তি হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় আত্মীয় বান্ধব, প্রতিবেশী কুটুম্ব এবং গ্রামবাসীদের ঘরের দ্বারে দুই দুইটা ভয়ানক গভীর ও সুবৃহৎ কূপ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ব্যতীত, গ্রামের সকল অন্ধ ব্যক্তি সেই রাত্রে পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে কূপে গিয়া যেমন পতিত হইল, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই কুচক্রী বামুণের দুষ্ট বুদ্ধিতে এক রাত্রেই সেই সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইয়া গেল এবং তাহাদের মৃত দেহের দুর্গন্ধে গ্রামটি অপবিত্র ও বিষজনক হইয়া উঠিল। ইহা বলা বহুল্য এই শবপূর্ণ দেশে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর সহিত কিছুদিন বাস করিয়া ও আপনার মহাপাপের ফল ভোগ করিয়া অবশেষে পীড়িত ও মৃত হইল।

ঘণ্টারাম ঠাকুর গল্প সমাপ্ত করিয়া মুটেকে বলিল "দেখ, এই জন্যই গ্রামে এত দুর্গন্ধ এবং গ্রামের এত হীনাবস্থা। এই জন্যই এই গ্রামবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে কূপ দেখা যায়।" মুটে বলিল "প্রভু! এই হিংসা রূপ ভয়ানক ব্যাধির লক্ষণ এবং কিরূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, আপনি বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।" ঘণ্টারাম এক্ষণে তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হিংসা, অসূয়া বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা এই সকল লোভ হইতে উৎপন্ন হয়। অসংযতেন্দ্রিয় ও অসংস্কৃতচিত্ত মানবের মানসক্ষেত্র হইতে এই লোভ লতা জন্মিয়া থাকে। এই লতার বীজ কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ নামক দুই অসুরের বিপণি হইতে খরিদ করিতে হয়, তাহাদের এই বীজ বিক্রয়ের দোকান আছে। অসূয়ার শেষ প্রায়শ্চিত্ত—অকাল মৃত্যু। উপরিউক্ত

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘজীবী, শান্ত প্রকৃতি, সুখী, ধনবান, কীর্ত্তিমান, সুশ্রী, যশস্বী অথবা ধার্ম্মিক হইতে পারে না। এই ব্যাধিতে শরীর ক্ষীণ, হৃদয় সঙ্কীর্ণ, জিহ্বা অসংযত, ইন্দ্রিয় প্রবল এবং বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থানুশীলন, ঈশ্বরোপাসনা, সুশিক্ষা লাভ, ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা এই দূষণীয় বৃত্তি তিরোহিত হইতে পারে।

মেঘ।

কেন মেঘ কি লাগিয়া অসীম গগনে,
অহরহ ধাইতেছ, কাহার উদ্দেশে?
অবিরাম, অবিশ্রান্ত আপনার মনে
কল্পনা-নির্ভরে চল মনোহর বেশে?

বহুরূপী! নানা বেশ করিয়া ধারণ,
মানব-প্রকৃতি শূন্যে কর অভিনয়—
এই হাসি, এই হর্ষ, এই বিলাপন,
এই সুখ, এই দুঃখ, স্থির কিছু নয়!

দেখাও প্রশান্ত হাসি চাহি একবার,
আলাপো অস্ফুট-রবে মধুর সঙ্গীত।
ক্ষণেকে বিকট হাসি হাসিয়া আবার
ভৈরব হুঙ্কারে গাও প্রলয়ের গীত।

দর্প ভরে এই তুমি চলেছ ধাইয়া
আবার স্তম্ভিত ভাবে থাম কি কারণ?
কেন বা ধরার পানে একাগ্র চাহিয়া
শত ধারে অশ্রুধারা কর বরিষণ?

নানা বেশে ভানু তোমা দেয় সাজা-
ইয়া,—
কভু আঁকি রামধনু অঙ্গেতে তোমার,
সীমন্তে সিন্দূর দেয় কাঞ্চনে মুড়িয়া
তুমি চিরদিন কিন্তু প্রভা হরো তার।

নিশা সমাগমে যবে নক্ষত্র নিকর
একে একে উঠে, যেন কুসুম ফুটিয়া,
কভু বা তাহার মাঝে শান্ত সুধাময়
অনন্ত নীলিমামাঝে বেড়ায় ভাসিয়া॥

তাহাদের হাসি তুমি কভু ঈর্ষাভরে
ভীষণ মূরতি ধরি করহ হরণ,
দেখাও বিদারি বক্ষ বিদ্যুৎ অক্ষরে
কাহার অদৃষ্টে আছে অশনিপতন॥

কভু বা সস্মিতানন শশধর সনে
নানা রূপ ক্রীড়া তুমি কর প্রদর্শন,
কভু বা সোহাগে তার চুম্বিয়া বদনে,
উঁকি মেরে ছদ্মবেশে কর পলায়ন॥

অম্বর উরসে বসে বড় অহঙ্কার,
ভাবনা কি কোথা হ'তে তোমার
জীবন?
কাহার মহিমা গাথা করিতে প্রচার?
কে তোমারে স্কন্ধে করি করিছে বহন?

রোধে পথ যদি উচ্চশৃঙ্গ গিরিবর,
দ্বিভাগ হইয়া পড় তার কটিদেশে।
তবু ত না ক্ষান্ত হও ভ্রমণে তৎপর,
খণ্ড খণ্ড হোয়ে ধাও অম্বর প্রদেশে।

জানি আমি শূন্যগামী ! বাসনা তোমার,
কার কাছে অবিরত চলিছ ধাইয়া ?
কার প্রেমগাথা মর্ত্ত্যে করিতে প্রচার
চলিছ ক্রন্দন হাসি উপেক্ষা করিয়া

অবোধ মানব ! ধিক্ ! রোয়েছি ভুলিয়া
সংসারের হাসি-বিলাপন, প্রলোভনে,
ভাবিনা গন্তব্য পথ, চাহিনা দেখিয়া,
নিরুদ্দেশে ভবদেশে ভ্রমি অকারণে।

বিষাদ কেন ?

ধনেশ বাবু নিঃসন্তান। সন্তান অভাবে তাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য সকলই বৃথা মনে করিয়া গৃহস্বামী সদাই মনঃক্ষুণ্ণ। তৎপত্নী স্বামী অপেক্ষাও মনের বিষাদে দিন যাপন করেন। সুবৃহৎ অট্টালিকা মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রী সকলে সজ্জিত, পার্থিব ধন রত্নে ধনীর গৃহ পূর্ণ, অথচ সকলই নিরানন্দ, শিশুর হাস্য সে গৃহকে আনন্দিত করে না। শিশুর চাপল্য, সেই অস্ফুট বাণী, সেই মানব-প্রাণমুগ্ধকারী শৈশবের প্রফুল্ল আনন ধনেশ বাবুর গৃহকে কখনও পূর্ণ করে নাই। তাই মণিমাণিক্যসজ্জিত হইয়াও গৃহস্বামিনী নিরানন্দমনে বিষণ্ণহৃদয়ে দিন যাপন করেন। এত ধন সম্পত্তি কি করিবেন, কাহাকে দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। সন্তান অভাবে স্বামীর মনঃক্ষোভ পত্নীর অগোচর ছিল না, সেই কারণে পাছে কোন কথা উত্থাপন করিলে স্বামী মনে ব্যথা পান, এইজন্য বুদ্ধিমতী রমণী নানা কৌশলে সে সকল কথা বড় তুলিতেন না। রমণী কেবল প্রাণপণ যত্নে স্বামি-সেবায় ও স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত। কালে রমণীর একমাত্র আশা ভরসা আশ্রয় যে স্বামী, তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হায় ! বিধবাকে আপনার বলে এমন কেহ রহিল না। দিন দিন শোক-সন্তপ্ত হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল, কার্য্য অভাবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অভাবে, বিধবা ক্রমে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। নির্জ্জন পুরীতে বাস অসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রাতঃকাল ইষ্টদেবতার পূজা প্রভৃতিতে এক প্রকার কাটিয়া যায়, কিন্তু সমস্ত দিন কি করেন ? পুস্তক পাঠ, শিল্প, যাহাতে এক সময় দিন আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন আর তাহাতে মনস্থির হয় না। আত্মীয় পরিজন এমন কেহ নাই যাহার জন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজের অবস্থা-বিস্মৃত হইতে পারেন—এইরূপে শোকের তীব্রতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

বর্ষা কাল, অল্পক্ষণ এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, প্রবল বাতাসও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এমন সময় বিধবা স্বীয় শয়নকক্ষের বাতায়নে

বসিয়া সম্মুখস্থ নদীর চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। কি ভাবিয়া রমণী একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষান্তরে যাইবার জন্ত যেমন উঠিয়াছেন, হঠাৎ কাহার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তেই মনে কি হইল—আর সুস্থির থাকিতে না পারিয়া নিম্নস্থ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে কি দেখিলেন? না একখানি ভগ্ন নৌকা ঘাটে আটকাইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন উঠিতেছে। রমণী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তীরের ন্যায় বেগে নৌকার নিকটে গিয়া দেখেন দুটী শিশু পরস্পরকে দৃঢ় রূপে জড়াইয়া রহিয়াছে, জলে ঝড়ে অবসন্নপ্রায়, শিশু দুটীর কেবল ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে। শিশুদ্বয়ের এই অবস্থা দেখিয়া বিধবার চক্ষে জল আসিল। প্রাণের ভিতরে কে যেন আসিয়া চুপি চুপি সঙ্কেত করিল "এ রত্ন দুটী তোমার জন্ত।" রমণী ব্যগ্রহস্তে তাহাদিগকে তুলিয়া কোলে করিয়া বসিলেন। মহা ধনীর পত্নী স্বীয় পদ মর্য্যাদা ভুলিয়া মলিন শতগ্রন্থি আচ্ছাদিত সুকুমার শিশুদ্বয়কে গৃহে আনিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দুজন চক্ষু মেলিল, অস্ফুট 'মা মা' শব্দ রমণীর কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র নারীহৃদয়ের কোমল ভাব সকলকে যেন শত সহস্র ধারে প্রবাহিত করিয়া দিল। সেই দিন হইতে বিধবা যেন নবজীবন পাইলেন। নির্ধনী যেমন ধনলাভে উন্মত্ত হয়, অযাচিত ধন হাতে আসিলে ব্যাকুলতার সহিত তাহা গ্রহণ করে, নিঃসন্তান রমণী তেমনি অযাচিত রত্ন দুটী সেই অস্ফুট অবিনাশী কুসুমকলিকা দুটীকে আগ্রহের সহিত তুলিয়া লইলেন। সেই অবধি কি করিব, এ ধন রাশি কাহাকে দিব ভাবিয়া আর কেহ তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে দেখে নাই। রমণী জননী হউন আর না হউন তাঁহার হৃদয় শিশুর প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশে কখন বিরত নহে।

এই বিশ্ব গৃহে কত সন্তান মাতৃহীন। নিঃসন্তান গৃহিণী! তুমি সন্তানাভাবে ক্ষুব্ধ কেন? বিশ্ব উদ্যানের শত শত অপরিস্ফুট কুসুম পদে দলিত, যত্ন বিনা অকালে বৃন্তচ্যুত! সংসারে কিছু করিবার নাই বলিয়া তুমি ম্লান কেন? ধন রাশি কাহাকে দিব ভাবিয়া বিষণ্ণ কেন? মাতৃহীনের জননী হইয়া জীবনের মহাব্রত পালন কর, জগতের নিরাশ্রয় পরিত্যক্ত শিশু গুলিকে আপনার ঘরে আনিয়া ধন রাশির সার্থকতা সাধন কর।

স্বপ্নে মৃতা পত্নী।

কোন যুবক কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে যুবক স্বপ্নে মৃতা ভার্য্যাকে দেখিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি রচনা করেন।

১

কেন দেব আজি
ফুটন্ত ও মুখ খানি মলিন হইয়া গেছে,
ফুলেছে নয়ন,
হাঁসি ভরা চোখ দুটি কি যেন ভাবিছে সদা
কি যেন হইয়া গেছে জন্মের মতন।

২

অভাগিনী তরে
কেঁদেছ কি প্রিয়তম, পড়িয়াছে তব দেব
নয়নের জল?
বিমর্ষ বদন খানি, দেখে বুক ফেটে যায়,
কি আশা মেটেনি নাথ কাঁদ অবিরল?

৩

স্বপ্নময়ী আমি
এই যে এসেছি নাথ! স্বর্গ ছাড়ি তব পাশে,
পারি না রহিতে,
কি ছার স্বরগ সুখ ও মুখে হৃদয় ভরা,
ও মুখের কথা গুলি পারি না ভুলিতে।

৪

চেয়ে দেখ নাথ!
তোলো গো ও মুখ খানি দেখি দেখি
প্রাণ ভরে
জনমের মত
অনন্তে মিশায়ে যাব, আর না আসিব
ফিরে,
অনন্তে বিলীন হ'বে ছার আশা যত।

৫

কি কহিলে দেব!
মেটেনি তোমার আশা পারনি করিতে
সুখী
জনম দুঃখিনী,
তাই কি নয়ন জল ঝরে আজি অবিরল,
তাই ম্রিয়মাণ আজি স্মরি অভাগিনী।

৬

নহি অভাগিনী
ও পদ হৃদয়ে ধরি কত সুখে ছিনু নাথ
কি কহিব আজি
তোমার সম্পদে সুখী, বিপদে ভেঙ্গেছে বুক,
ফুটিত হাঁসিতে তব ফুল ফুল রাজি।

৭

সাধ ছিল মনে
অভিমানে মুখ খানি হৃদয়ে লুকায়ে তব
জনমের মত
কাঁদিব বারেক, পরে ফুরাইবে জীব লীলা,
ফুরাবে ভবের খেলা আশা কত শত;

৮

ধরি কর খানি
তনয়ার কর লয়ে সঁপে দিব তব করে
কাঁদিতে কাঁদিতে
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু প্রকাশিবে দিব্য বিভা,
সতীত্ব অক্ষয় রত্ন দীপিবে ললাটে;

৯

ছল ছল আঁখি
ঝরিবে অভাগী তরে, লয়ে চরণের ধুলা
ইষ্টদেবে স্মরি
ধুলায় মিশিবে কায়,—না মিটিল মন আশা
না শুকাল অভাগীর নয়নের বারি;

১০

তাই প্রিয়তম
তাই গো তোমার কাছে আসিয়াছি
স্বপ্নময়ী,
চাহ একবার
আসিয়াছি বহুক্ষণ আর না রহিতে পারি
তোমা বিনে দিগন্ত সকলি শূন্যাকার।

১১

বলিতে বলিতে
মিলাইল স্বপ্নময়ী কুয়াশা মিশায়ে গেল,
ঝরিল নয়ন,
উঠিল ক্রন্দন রোল, অন্ধকারে প্রতিধ্বনি
উত্তরিল ধীরে ধীরে "সকলি স্বপন"।

বঙ্গের প্রাচীন গৌরব

তমলুক বা তাম্রলিপ্তা।

ইহা মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক উপবিভাগের প্রধান নগর এবং এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। এই নগরটী রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত, অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ছয় সাত সহস্র। প্রাচীন কালে ইহা একটী প্রসিদ্ধ নগরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, এবং হিন্দুশাস্ত্রাদিতে অতি প্রাচীন সহর বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু সমুদ্রকূলে নূতন ভূসঞ্চয় অথবা তীরস্থ ভূমির ক্রমোত্থান নিবন্ধন এক্ষণে সমুদ্র ইহার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে তমলুক একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল; খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে পোতারোহণে সিংহল যাত্রা করেন। ইহার আড়াই বৎসর পরে চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউয়েন্থ সাং তমলুকের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার সময়েও তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল; এবং তিনি এখানে বৌদ্ধদিগের দশটী বিহার বা আশ্রম, অন্যূন এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অশোক রাজার প্রতিষ্ঠিত দুইশত ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের পতনের পরেও বহুদিবস পর্য্যন্ত তমলুক সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল; এখানে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও পোতাধিকারী বাস করিত এবং তাহারা সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য বন্দরের সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্তা

হইতে নীল, তুঁতকাষ্ঠ, রেসম, গালা এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা জাত অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইত। সমুদ্রজল তমলুক হইতে দূরে চলিয়া যাইবার পরেও ইহা বহুদিনপর্য্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে যখন হিউয়েন্থসাং এই প্রদেশে আগমন করেন, তখন তমলুক নগর সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জনশ্রুতি অনুসারে তাম্রলিপ্তা হইতে সমুদ্র চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল; বর্ত্তমানে সমুদ্র এই নগর হইতে ত্রিশ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে ভাগীরথী নদীর মুখে চর পড়িয়া সমুদ্র জলকে তমলুক হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে; এবং তন্নিবন্ধন প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তা এক্ষণে রূপনারায়ণ তীরস্থ একটী সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখনও তমলুকে কূপ বা পুষ্করিণী খননের সময় দশ হইতে কুড়ি ফীট পর্য্যন্ত নিম্নে সামুদ্রিক শুক্তি শঙ্খাদির দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তমলুক যে এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে পূর্ব্বে কখনও কখনও ইহাকে রত্নাকর বা রত্নাবতী নামে অভিহিত করা হইত। প্রাচীন ময়ূর বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব কালে তাঁহাদের প্রাসাদ ও প্রমোদ কাননাদিতে প্রায় দুই বর্গ ক্রোশ পরিমিত স্থান পরিব্যাপ্ত ছিল। এক্ষণে উহার বিশেষ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল আধুনিক কৈবর্ত্ত রাজাদিগের প্রাসাদের পশ্চিমদিকে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশীয় রাজাদিগের প্রাসাদ সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। ইহার পরিমাণ প্রায় নব্বুই বর্গ বিঘা।

তমলুকের প্রাচীন রাজবংশের নাম ময়ূরবংশ; ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। নিশঙ্ক নারায়ণ এই বংশের শেষ রাজা; ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামক একজন পরাক্রান্ত শূদ্র ভূপতি তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বর্ত্তমান কৈবর্ত্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ পুরুষ হইবে। এদেশীয় কৈবর্ত্তেরা ভুঁইয়া বংশসম্ভূত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বৌদ্ধদিগের পতনের পর হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তাকে একটী পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করেন। তাম্রলিপ্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ তমস্‌লিপ্তা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই বোধ হয় হিন্দুগণ পূর্ব্বে ইহাকে এই নাম দিয়া থাকিবেন। কিন্তু পরে ঐ শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া

তাম্রলিপ্তাকে তীর্থ স্থান বলিয়া পরিচিত করা হয়। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা বিষ্ণু অসুর বধের পর পরিশ্রান্ত হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। সেই সময়ে তাঁহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া তত্রত্য ভূমিতে পতিত ও তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্র সরোবর উৎপন্ন হওয়াতে ঐ স্থান তাম্রলিপ্তা নামে অভিহিত ও পবিত্র তীর্থ রূপে পরিণত হয়। তাম্রলিপ্তা যে একটী পবিত্র স্থান তৎ সম্বন্ধে একটী সংস্কৃত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই;

তাম্রলিপ্তাপুরী তস্যাং গূঢ়ংতীর্থবরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বাচিরাদেব সম্যক্ যাস্যতি মৎপুরীং॥

বিষ্ণুবলিতেছেন,—'তাম্রলিপ্তা অতি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে স্নান করিলে লোকে শীঘ্র ও নিশ্চয়ই আমার পুরীতে গমন করিবে।'

ইহার পবিত্রতার প্রমাণস্বরূপ একটী গল্প আছে যে, যখন দক্ষযজ্ঞে মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করেন, তখন ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ নিবন্ধন দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। কি করিলে এই মুণ্ড তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি দেবতাদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাঁহাকে জগতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিতে বলেন। তাঁহাদের পরামর্শানুসারে তিনি সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, দক্ষমুণ্ড কিছুতেই তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। অবশেষে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—'আপনি সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাম্রলিপ্তায় যান নাই। সেখানে গেলেই আপনার পাপ দূর হইবে।' তখন মহাদেব তাম্রলিপ্তায় গমন করিয়া তত্রত্য বর্গভীমা ও জিষ্ণু নারায়ণের মন্দিরের মধ্যস্থলস্থ একটী ক্ষুদ্র সরোবরে স্নান করিবামাত্র তাঁহার হস্তস্থিত দক্ষ মুণ্ড স্খলিত হইল। তদবধি তাম্রলিপ্তার আর একটী নাম কপালমোচন হইয়াছে এবং তাম্রলিপ্তা একটী বিখ্যাত তীর্থে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে উক্ত মন্দির ও সরোবর নদী গর্ভসাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু তীর্থ যাত্রিগণ এখনও বারুণীর সময় নদীর ঘাটে স্নান করিয়া থাকে। লোকে বর্গভীমাকে সতী দেহের একটী অংশ বলিয়াও পূজা করিয়া থাকে এবং ৫২ পীঠের মধ্যে তাম্রলিপ্তাও একটী পীঠ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বন মধ্যে সুষুপ্তা দময়ন্তী।

১

ওঠ সতি, কত আর রবে ঘুমাইয়ে?
ধীরে রবি পশ্চিমেতে পড়িল ঢলিয়ে।
সুমুখে আঁধার নিশি, শূন্যবন দশ দিশি,
ভয় পেয়ে ভয় নিজে দূরেতে পলায়,
জাগ মাগো একাকিনী এত কি ঘুমায়?

২

পাখীগুলি স্তব্ধ চিতে বসেছিল ডালে,
ডাকি ডাকি আক্ষেপিয়া গেছে তারা চলে,
বন-শোভা মৃগ গুলি চেয়েছিল কাণ তুলি,
শ্যাম বনে শত শত মাণিক জালিয়া;
থাকি থাকি তারাগুসে গেছেগো চলিয়া।

৩

ওঠ মাগো, কাল নিদ্রা হয়েছে তোমার,
জাননাত কি ঘটিবে জাগিলে আবার।
কাননে সহস্র ফুল, ভাবি ভাবি বেয়াকুল,
আপনা আপনি ঝরি পড়ে তরু মূলে,
নীরব অরণ্য গেছে আপনারে ভুলে।

৪

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লতা ঢালিয়া অঞ্চলে
মাথা রাখি ঘুমাইলে যার জানুতলে;
সে যে তোর হারাধন, ব্যাধি চোর দুরজন
করেছে হরণ তাঁরে অতীব গোপনে,
চেয়ে দেখ একা মাগো ঘুমাইছ বনে।

৫

রাজরাণি, কাঙ্গালিনী যে ধনের তরে,
যার তরে বনবাস ভোগ অকাতরে,
হৃদয় মাণিক তব পুণ্যময় সুধার্ণব,
জাননাগো ফেলে সে যে গিয়াছে কোথায়,
কেমনে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইছ হায়!

৬

ওঠ মাগো সহস্র অশনি তব তরে
প্রলয় জলদ রোধি আছে বুকে ধোরে,
প্রকৃতি গম্ভীরা অতি, রোধিয়া বায়ুর গতি
সহস্র প্রলয় ঝড় রেখেছে পরাণে,
ওঠ সতি, শির পাতি লহ গো যতনে।

৭

রমণী পরাণ পতি হৃদয় ভূষণ।
পতি তরে বহে সতী সদাই জীবন,
পতি ধর্ম্ম কর্ম্ম পতি, স্বরগ মুকতি, গতি,
পতি বিনা অবলার নাহি কোন ধন,
পতিসেবা সতী তরে হরির সাধন।

৮

উঠ মাগো ঘটনার চক্র সদা ঘোরে,
কাল বক্ষে তোলে ঢেউ, পলক ভিতরে
কত রবিশশী ডোবে, কোটীগ্রহ তারা নিবে,
ভাসে কত দীপ্তিময় নূতন গগন,
দীন হীন হয় রাজা, সম্রাট নির্দ্ধন।

৯

এহার সংসার আশা পায়েতে দলিয়া
যেই নর যেই নারী ধর্ম্ম করে সার,
মরুমাঝে মরুদ্বীপ আঁধার গেহের দীপ
সিন্ধু সেঁচা মূল্য হীন মাণিক উজ্জল
সৃষ্টির অরণ্যে ফুল, তাঁরাই কেবল।

১০

জাগ, তবে, জাগ সতি কাঁদি গেহে ফের,
দুঃখের জীবন ভার চির দুঃখে ধর।
এক ফোঁটা অশ্রু তব কোটি স্বর্গ নবনব
মূল্য নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল বেচিলে,
গতি মুক্তি লক্ষ মোক্ষফল বিন্দুজলে।

রামধনু।

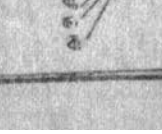
রামধনু সকলেই দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। রামধনু কিরূপে হয় তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ঠিক দুপর বেলা রামধনু দেখা যায় না ইহাও সকলের বিদিত আছে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ বিকালে ও সকালে রামধনু দেখা যায়। কিন্তু মেঘ না হইলে এবং সূর্য্য না উঠিলে রামধনু দৃষ্ট হয় না। মেঘ হইলে এবং সূর্য্য উঠিলেই যে সকল সময় রামধনু দেখা যাইবে তাহা নহে। সূর্য্য পূর্ব্ব দিগে এবং মেঘ পশ্চিমে থাকিলে আমরা পশ্চিমাকাশে রামধনু দেখিতে পাই এবং সূর্য্য পশ্চিমে ও মেঘ পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব দিগেই রামধনু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মেঘের বিপরীত দিকে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দৃষ্ট হয়। ইহা আমরা অন্য পরীক্ষা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। মুখে জল লইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিগে সজোরে কুলকুচা করিলে রামধনু দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি ও মেঘ, রামধনুর কারণ ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অনেকে বোধ হয় রাত্রে অস্পষ্ট রামধনু দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে রাত্রে চন্দ্র ও মেঘ থাকে সন্দেহ নাই। এখানে চন্দ্রের কিরণেও মেঘে রামধনু দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্রের কিরণ অস্পষ্ট সূর্য্য কিরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা অনেকে জানেন।

আমি যে রামধনু দেখি এবং আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্য ব্যক্তি যে রামধনু দেখেন, এই দুই রামধনু এক নয় অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্। ইহা শুনিয়া, অনেকে হয় ত অবাক্ হইবেন এবং আমাদের কথা অসম্ভব মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ রামধনু দেখেন।

ত্রিকোণ পুরু কাচ কিম্বা ঝাড় ভাঙ্গা কাচ সূর্য্য কিরণে ধরিয়া অপর পার্শ্বে সাদা কাগজ ধরিলে আমরা সাদা কাগজের উপর নানা প্রকার রং দেখিতে পাই। সাধারণতঃ; লোহিত (Red), ঈষল্লোহিত (Orange), হরিদ্রা (Yellow), সবুজ (Green), ঈষন্নীল (Blue), গাঢ় নীল (Indigo), এবং বেগুণে (Violet), এই সাত বর্ণ দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি সাদা এবং কাচও সাদা, কিন্তু ঐ সমস্ত রং কোথা হইতে আসিল ইহা জানিতে মন স্বতঃই উৎসুক হয়।

অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক হইয়াছে সূর্য্যরশ্মি ঐ সমস্ত রং এ প্রস্তুত। আমরা ৭ খানি আয়না লইয়া উপরোক্ত প্রত্যেক রং যদি এক বিন্দুতে প্রতিফলিত করি, তাহা হইলে সেই বিন্দু সূর্য্য-রশ্মির রং অর্থাৎ সাদা হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্য-রশ্মি ঐ নানাবিধ রং সমষ্টি মাত্র। পুরু কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মি গেলে ঐ রং নানা ভাগে বিভক্ত হয় ও বিস্তৃত হয়। ইহা যে শুধু কাচে হয় তাহা নহে, জলেও ঐরূপ হয়। রামধনু বুঝাইতে হইলে এ সমস্ত বুঝা চাই। আর কতকগুলি বিষয় আছে তাহা অন্যান্য অনেক বিষয় জানা না থাকিলে বুঝান কঠিন, সুতরাং আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইয়া অবশিষ্টাংশ যত সংক্ষেপে ও সহজে পারি বুঝাইব।

মেঘ জলকণাসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা সকলে জ্ঞাত আছেন। এখন যদি আমরা প্রত্যেক জলকণা পূর্ব্বোক্ত কাচ মনে করি, তাহা হইলে উহার উপর সূর্য্য রশ্মি পড়িলে উহা নানাবিধ রং এ বিভক্ত হইয়া প্রতিফলিত হইবে। ঐ সকল জল বিন্দু হইতে কতকগুলি রং আমাদের চোকে প্রতিফলিত হয়, কতকগুলি অন্য দিগে হয়।



মনে করুন ক একটী জল বিন্দু ক খ একটী সূর্য্য-রশ্মির উপরে পড়িয়া গ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইয়া ঘ বিন্দু হইতে নানাবিধ রঙে বাহির হইয়াছে। যথা ক, ক′, ক″,। এখন একবিন্দুর সমুদয় রংগুলি একজনের চোকে আসিতে পারে না। হয় ত শুধু ক রং আসিল, এইরূপে উহার নিকটবর্ত্তী অন্য সহস্র সহস্র বিন্দু হইতে অন্য রং আসিল, কতকগুলি মোটেই আসিল না।



আবার মনে করুন ক, যেন সূর্য্য; খ, আপনার চোক; ঘ, মেঘের এক জল বিন্দু। ক খ সংযোগ করিয়া খ গ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করুন। ক ঘ একটী রশ্মি ঘ, এর উপর পড়িয়া, শুধু একটী রং খ, এ আসিয়াছে, অর্থাৎ আপনার চোকে আসিয়াছে। এখন খঘ যদি খগ বেড়িয়া লওয়া যায়, অথচ গ খ ঘ কোণ সমান থাকে, তাহা হইলে ঘ হইতে বৃত্তাকার হইবে (অথবা আমরা যাহা দেখিতে পাই) অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ ধনু হইবে। এই অর্দ্ধবৃত্তের পরিধির উপর যে বিন্দুগুলি থাকিবে, সেই বিন্দুগুলি হইতে আপনার চোকে ঐ পূর্ব্বোক্ত এক রং আসিবে। এইরূপে পর পর অন্য বিন্দু উপরে ও নীচে কল্পনা করিয়া দেখিলে সে সমস্ত হইতে অন্য রংগুলি আসিবে, অর্থাৎ সমস্ত

রামধনু দৃষ্ট হইবে। পাঠিকাগণ যদি ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখেন, তবে বেশ বুঝিতে পারেন।

সময় সময় দুটী ধনু দেখা যায়। তাহাদের রং পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ একটীর যেখানে বেগুণে, অন্যটীর সেখানে লোহিত ইত্যাদি। তাহা সহজে বুঝান কঠিন বলিয়া বুঝাইতে ক্ষান্ত হইলাম।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

স্ত্রীলোক মাতা, ভার্য্যা, ভগিনী, দুহিতা এবং সেবিকারূপে সংসারকে রক্ষা এবং ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা ঈশ্বরের মাতৃপ্রকৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সর্ব্ব-দেশে এবং সর্ব্বশাস্ত্রে এই স্ত্রীজাতির গৌরব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেক ধর্ম্মাচার্য্য ও জ্ঞানী মহাত্মা ইহাঁদের সম্বন্ধে যে সকল সাধূক্তি করিয়াছেন, তাহা জাতীয় প্রথানুরূপে প্রসিদ্ধ। আমরা এই গুলি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিব। অদ্য তাহার সূচনাস্বরূপ কয়েকটী সাধূক্তি প্রকটিত হইল।

"মাতা গুরুতরা পৃথ্ব্যাঃ"

জননী পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতরা।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।" মহাভারত।

স্ত্রীলোক গৃহের শ্রী বা লক্ষ্মী স্বরূপ, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কোন বিশেষ নাই।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।" মনু। যেস্থানে নারীগণ পূজিতা, সেস্থান দেবতাদিগের প্রিয়।

চীনের মহাজ্ঞানী কংফুচে বলেন "নারী সংসারের সার।" মার্টিন লুথার—"দয়ার আধার কামিনীর কোমল হৃদয় অপেক্ষা পৃথিবীতে কোমল আর কিছুই নাই।" এমার্সন বলিয়াছেন "সুন্দরী নারী আনুষ্ঠানিক কবি, জীবন-প্রকৃতি স্বামীকে বশীভূত করেন এবং যে দিকে যান সেই দিক্ আশাপূর্ণ করেন—তথা হইতে কত আশার বাণী শ্রুত হয় ও কত মধুরভাব উদ্ভাসিত হইতে থাকে।" সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলটেয়ার বলেন "নারীই আমাদিগকে সৌজন্যাদি সদ্গুণ শিক্ষা দান করেন।" অন্যতর ফরাসী পণ্ডিত মলহার্ব বলেন "জগতে দুটী সুন্দর পদার্থ আছে—নারী ও গোলাপ এবং দুটী মিষ্ট পদার্থ আছে—নারী ও তরমুজ।" ডাক্তার ক্লার্ক বলেন "পুরুষ নারীর শ্রেষ্ঠ নয়, নারীও পুরুষের শ্রেষ্ঠ নয়। উভয়ের সম্বন্ধ সমান।" আমেরিকার দ্বিতীয় প্রেসি-ডেণ্ট জন আডাম বলেন "আমি যাহা, আমার মাতা তাহা আমাকে করিয়াছেন।" মহাবীর আলেকজাণ্ডার আন্টিপেটর

জাননা, আমার মাতার একবিন্দু অশ্রু-জলে তোমার শত শত পত্র বিলুপ্ত হইতে পারে।" নেপোলিয়ান বোনা-পার্টি ফরাসীদিগকে বলেন "আমাকে সুমাতা সকল দেও, আমি তোমাদিগকে মহাজাতিতে পরিণত করিব।" (ক্রমশঃ)

জীবন্ত উপন্যাস।

সুইডেনের জ্যেষ্ঠ রাজবধুর কুমারী মুক্ত নাম্নী এক পরমাসুন্দরী সহচরী আছেন, ইহার পিতা একজন সামান্য অবস্থাপন্ন লোক, রাজকীয় সৈন্যের একজন কর্ণেল—কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র। কন্যার শীলতা ও সৌন্দর্য্যে কেবল রাজবধূ কেন, স্বয়ং রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত। একদা কন্যার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়স অনুভব করিয়া এক জন ধনাঢ্য সৈনিক যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের দিন স্থির হইল, সমস্ত প্রস্তুত ও বৈবাহিক উপহার পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা সহসা বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কন্যা যে কারণ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে কেহ আর অধিক আপত্তি করিলেন না। তিনিও গোপনে রাজ-ভবন হইতে অবসৃত হইলেন। কিছুদিন পরে মুক্ত পুনর্ব্বার রাজসভায় আসি-লেন, তখন তাঁহার অনেক ভাবান্তর দৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখশ্রীতে আর সেরূপ প্রফুল্লভাব নাই, বরং দুঃখের চিহ্ন সকলই প্রকটিত রহিয়াছে। "দুঃখদগ্ধ সুন্দরতা জগতে দুর্ল্লভ।" সুতরাং ইহাতেই তাঁহার সৌন্দ-র্য্যের যেন আরও বিকাশ হইয়াছে। এই সময়ে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র (Prince Oscar Charles) যুবরাজ অসকর চারলস পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া দুই বৎসরের পর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করি-লেন। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই প্রকাশ হইল যে, তিনি কুমারী মুক্তের প্রণয়ার্থী। রাজপুত্র যেরূপ সুন্দর ও গুণবান্ কন্যাও তদনুরূপ বটে, কিন্তু সুইডেন দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি রাজকুল ব্যতীত অন্য কুলে বিবাহ করিলে রাজ্যচ্যুত হইবেন, এই ভাবিয়া কন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। যুবরাজ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না, রাজ্ঞীও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা তাহা অনুমোদন করিলেন না, সুতরাং মুক্ত বিবাহে নিরাশ হইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের দুইটী পুত্র সন্তান হই-য়াছে, সুতরাং যুবরাজ অসকারের